POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ

এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।

(আল আরাফ: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 47

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 নভেম্বর, 2022 28 রবিউস সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা যারা উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে।

২৩০৫) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তির এক বছরের একটি উট শাবক আঁ হযরত (সা.)-উপর ঋণ ছিল। সেই ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে সেই ঋণ আদায় করতে আসে। আঁ হযরত (সা.) তাকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা সেই বয়সের উটের সন্ধান করল কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তার থেকে বড় বয়সের পাওয়া গেল। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তাকে (বড় উটই) দিয়ে দাও। সেই ব্যক্তি বলল, আপনি (আমার পাওনা থেকে) বেশি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকেও বর্ধিত আকারে দিন। নবী (সা.) বললেন: তোমাদের মধ্য থেকে তারাই উত্তম যারা উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে।

(ব্যাখ্যা): হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর উকিল তাঁর নির্দেশে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেক সময় মানুষ কোনও স্থানে গিয়ে কোনও কাজ করা যখন সম্ভব হয় না,তখন তার জন্য উকিলের প্রয়োজন হয়। আর অনেক সময় তার উপস্থিতিতেও উকিলের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। উভয় পরিস্থিতিতে উকিল রাখার বৈধতা রয়েছে।

অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে তালাকের মত বিষয়ে উকিল রাখা বৈধ। ইমাম আবু হানিফার মতে কোনও ব্যক্তি যদি নিজে তার শহরে বর্তমান থাকে, তবে নিজের উপস্থিতিতে উকিল রাখতে পারে না, যদি না সে অসুস্থ হয় কিম্বা সফরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড,কিতাবুল ওকালত)

আমাদের নীতি হল, প্রত্যেকের সঙ্গে সৎ আচরণ কর আর খোদা তা'লার সকল সৃষ্টির উপকার করা উচিত।

শাসকের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

সত্য অন্তঃকরণে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না করাকে আমি অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

মরকযে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম হওয়াই বাঞ্ছনীয়

একবার এক বন্ধু নিবেদন করেন, তিনি ব্যবসাসূত্রে কাদিয়ান আসতে চান। একথা শুনে হযত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- 'এমন আশয়-ই অন্যায়। এর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এখানে আগমণ তো ধর্মের উদ্দেশ্যে আর পরকাল সুসজ্জিত করার ইচ্ছে নিয়েই থাকা বাঞ্ছনীয়? এই অভিপ্রায় থাকা বাঞ্ছনীয় আর এখানে থাকার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যদি কোনও ব্যবসা বাণিজ্যও করতে হয় তবে তাতে অসুবিধে নেই। প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন ধর্ম হয়, জাগতিকতা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অন্যান্য শহর উপযুক্ত। এখানে আগমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনও যেন ধর্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছু না হয়। কিন্তু উপূর্যপুরি যদি কিছু লাভ হয় তবে সেটিকে খোদার কৃপা মনে কর।"

মানবতার প্রতি সহমর্মিতা

আমার অবস্থা এরূপ যে, নামাযরত অবস্থায় যদি কোনও ব্যথাতুর কণ্ঠ আমার কানে পৌঁছয় তবে আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি চাই নামায ভেঙে তার উপকার করি। আর যতদূর সম্ভব তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করি। কোনও ভাইয়ের বিপদ ও কষ্টের সময় সঙ্গ না দেওয়া নিতান্তই অনৈতিকতাপূর্ণ কাজ। তুমি যদি তার জন্য কিছুই না করতে পার, তবে তার জন্য অন্তত দোয়া কর। তোমাদের প্রকৃতিতে যেন অবিবেচনা মোটেই না থাকে।

একবার আমি বাইরে ভ্রমণের বের হচ্ছিলাম। আব্দুল করীম নামে গ্রামের এক আমীন আমার সঙ্গে ছিল। সে একটু আগে ছিল আর একটু পিছনে। পথিমধ্যে ৭০-৭৫ বছরের এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে একটি চিঠি পড়তে দেয়। কিন্তু সে তাকে ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। সে আমাকে চিঠিটি দিল। আমি সেটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আর পড়ে তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম। এতে তাকে ভীষণ লজ্জিত হতে হল। কারণ তাকে দাঁড়াতেই হল, কিন্তু পুণ্য থেকে বঞ্চিত হল।

জামাতের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি দিব্য-দর্শন।

'দিব্য-দর্শনের মাধ্যমে আমার নিকট প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বাদশাহরাও এই জামাতে প্রবেশ করবে। সেই বাদশাহদের আমাকে দেখানোও হয়েছে, যারা অশ্বারোহী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এও বলেছেন যে, আমি তোমাকে আশিস দান করর, এমনকি বাদশাহরাও তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে।

এক সময় পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই জামাতে এমন লোকদের নিয়ে আসবেন আর তাদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই জামাতে যুক্ত হবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৮)

কুরআন করীমের কি অসাধারণ নৈতিক সৌন্দর্য দেখুন! জিহাদের আদেশ দেওয়ার পূর্বে এর সীমা ও বিধিনিষেধ বর্ণনা করা শুরু করে দিয়েছে যাতে অন্যায় করার সম্ভাবনাই অবশিষ্ট না থাকে।

'ইকাব' শব্দে এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবৈধ আক্রমণের জবাবকেই জিহাদ বলা হয়। পশুসুলভ আক্রমণকে জিহাদ বলা হয় না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ১২৯ নং আয়াত

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন তাহাদের যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল।

(সূরা নহল: ১২৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেন-

মুত্তাকি সেই ব্যক্তি যে খোদা তা'লার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। আর সেই সম্পর্কে এতটাই উন্নতি লাভ করে যে, খোদা তা'লা স্বয়ং তাঁর রক্ষক হয়ে ওঠেন। আর মোহসেন বা পরহিতৈষী সেই ব্যক্তি যে নিজে রক্ষাবেষ্টনীতে আসার পর জগতবাসীকেও খোদার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। অতএব, মুহাসিন-এর মর্যাদা মুত্তাকির চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

অনেকে নিজেরা অনেক পুণ্যবান হয়ে থাকে, কিন্তু অপরকে রক্ষা করার চিন্তা করে না। অনেকে আবার অপরের চিন্তা করে ঠিকই, কিন্তু নিজের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না। তিনি বলেন, আল্লাহ্

এরপর ১১ এর পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার(আই.)-এর সমাপনী ভাষণ।(২য় অংশ)

সদকা

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত আর তা হল, রীতিমত সদকা দেওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র পথে তাদের ব্যয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের অধিকাংশ সদস্য-সদস্যা উদারভাবে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, দরিদ্রের সাহায্য করে, অভাবীদের সহায়তা করে এবং চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে জামা'তের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যেহেতু খুবই নাজুক তাই অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে, তাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যারা আমাদের চেয়ে বেশি অভাবী তাদেরকে সাহায্য করা উচিত। এক হাদীসে অর্থিক কুরবানী সম্পর্কে উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, দুই ফিরিশতা প্রত্যেক প্রভাতে অবতরণ করে। এক ফিরিশতা দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! এমন ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি করুন যে মুক্তহস্তে মানুষের জন্য ব্যয় করে এবং অভাবীদের সাহায্য করে। দ্বিতীয় ফিরিশতা দোয়া করে, হে আল্লাহ্! সেই ব্যক্তির সম্পদ ধ্বংস করুন যে কৃপণ এবং অন্যদের জন্য ব্যয় করে না।

পর্দা

আরেকটি মৌলিক ইসলামিক বিষয় হল, পর্দা সংক্রান্ত। আজকের বিশ্বে যে পর্দাকে শত্রু আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে। এর ফলে মুসলমান নারীরা ভাবে যে, তাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে অথবা তারা বৈষম্যের শিকার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে কুরআনের শিক্ষা অনুসারে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। পর্দা সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এক শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজের জন্য পর্দা কেন আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, তাই এই ধারণা ভ্রান্ত যে, আল্লাহ্ কেবল নারীদেরকে পর্দা করতে বলেছেন। সত্যিকার অর্থে পবিত্র কুরআনে যেখানেমহিলাদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষকেও দৃষ্টি অবনত রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এ কথা বলা যে, পুরুষরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন আর মহিলারা নির্যাতনের শিকার অথবা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে- এমন কথা ভ্রান্ত ও ভুল। এটি শয়তানি চিন্তাভাবনা ও জাগতিকতার কারণে এমন চিন্তা মাথায় দানা বাঁধে। কিছু মহিলা বলে যে, পাশ্চাত্যে পর্দা করা কঠিন। এমন আচরণ আসলে হীনন্মন্যতার কারণে মাথায় দানা বাঁধে।

এবছর জলসায় আমি এক যুবতী আহমদী পেশাজীবী ডাক্তার মহিলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলাম যিনি পর্দা করে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। মালিক যখন তাদেরকে পর্দা থেকে বিরত রাখতে চায়, তখন আহমদী মহিলা দৃঢ় অবস্থান নেন এবং বলেন, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ছাড় দিতে পারবেন না এবং কেবল মালিককে সন্তুষ্ট করতে ওড়না অপসারণ সম্ভব নয়। পেশার জন্য সততা বা লজ্জাবোধকে জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব না- একথা তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তারা চাকুরি হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন কিন্তু পর্দা ছেড়ে দেওয়ার মত অশালীন বা বিশ্বাস পরিপন্থী কাজ করতে পারেন না। অবশেষে তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতা আর তাদের বিশ্বাসে এবং তাদের নৈতিক গুণে শালীনতায় প্রভাবিত হয়ে মালিক নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে পর্দা করে কাজ করার অনুমতি দেয়। তাই এই জাগতিকতার চাপের সামনে নতি স্বীকার করবেন না। আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও নির্দেশ চিরস্থায়ী। এগুলো অনুষরণ করেই আমরা আমাদের সুরক্ষা করতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা করতে সমর্থ হব।

সোশাল মিডিয়া

আমি আপনাদেরকে এ কথাও স্মরণ করাতে চাই যে, আপনারা যখন অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তখন এ বিষয়ে অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে। মানুষ ফেইসবুকে বিভিন্ন প্রোফাইল দেয় বা ইনস্টাগ্রাম বা টিকটকে প্রোফাইল বানায় অথবা অন্যান্য সোশাল মিডিয়ায় নিজের প্রোফাইল তৈরি করে। সেখানে ব্যক্তিগত ছবি এবং ভিডিও আপলোড করে থাকে এবং অশালীন কথাবার্তায়ও অংশ নেয়। এক ব্যক্তি হয়তো ভাবতে পারে যে, এটি সময় কাটানোর এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এমন বিষয় খুব দ্রুত মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর এর ফলে বড় বড় পাপের জন্ম হয়। সামাজিক বিভিন্ন রোগ মাথা চাড়া দেয় আর মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এটি ধ্বংসাত্মক। আপনি নিষ্পাপভাবে কিছু দিলেও এর অর্থ এই নয় যে, যেব্যক্তি আপনার পোষ্ট দেখবে বা ছবি দেখবে অথবা যার সাথে আপনি কথা বলছেন সে-ও নিষ্পাপ বা সে-ও বিশ্বাসযোগ্য। এটি বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বিষয় সামনে আসছে যে, ছেলেরা মেয়েদের ছবি সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে তারা তাদেরকে ব্লাকমেইল করে এবং বলে যে, এগুলো আমি অনলাইনে ছড়িয়ে দিব এবং এগুলোর অপব্যবহার করব যদি না তুমি আমাদের দাবির সামনে নতি স্বীকার কর। তাই সোশাল মিডিয়ায় যোগ দেওয়ার পূর্বে আপনাদেরকে খুব সাবধান হতে হবে। আর যদি সোশাল মিডিয়া বিশেষ কোনো কারণে ব্যবহার করতেই হয় অর্থাৎ শিক্ষামূলক কোনো কাজে যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে আপনার শালীনতার সর্বদা সুরক্ষা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন যে, একবার কিছু মানুষ বলে, মুসলমান নারীদের পর্দা পরিত্যাগ করা উচিত এবং পাশ্চাত্যের মহিলাদের কাপড়ের রীতি অবলম্বন করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের পর্দা না করা একটি ভ্রান্ত রীতি যা বিপজ্জনক। তিনি (আ.) বলেন, যারা পর্দার বিরোধিতা করে তাদের দেখা উচিত- আজকের পাশ্চাত্যে সমাজের নৈতিক মানের অবস্থা কী? সেখানে পর্দার কোনো ধারণাই নেই।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের পাশ্চাত্যে যে নৈতিক মান আছে তার ধারণা নিতে পারি। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাশ্চাত্যে এই প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, স্কুলে বা অন্য স্থানে তারা শিশুদেরকে এমন বিষয় শেখাচ্ছে যা শিশুরা এখনও বোঝে না আর তা কোনোভাবে তাদের বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা নিষ্পাপ শিশুদেরকে যৌন বিষয়াদি শিখিয়ে থাকে। আর এমন বিষয় শেখায় যা তাদের জন্য বোঝা সম্ভব নয়। ইতিহাসে কখনও নিষ্পাপ শিশুদেরকে এমন কম বয়সে এমন বিষয়াদি শেখানো হয় নি। প্রশ্ন হল, আজকে এমন অল্প বয়স্ক শিশুদের এ ধরনের যৌন বিষয়ে শেখানোর কী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? এগুলো নিষ্পাপ শিশুদের শৈশবকে ধ্বংস করছে আর এর কুফল অবশ্যই প্রকাশ পাবে। পর্দার যারা বিরোধী তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যে, তারা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, এমন স্বাধীন সমাজে যেখানে পর্দার কোনো ধারণাই নেই, শালীনতার কোনো ধারণাই নেই এমন সমাজ যদি উন্নত নৈতিক গুণাবলী জন্ম দিতে পারে তাহলে আমরা পর্দা পরিত্যাগ করব এবং আমি মেনে নিব যে, আমাদের কথা ভুল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একথা সত্য যে, যুবক-যুবতীদের যদি স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয়, এর ফলাফল যা সামনে আসবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আর এর ফলে তারা নিজেদের কামনা-বাসনার শিকার হবে। তাই ইসলামী পর্দাতে গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে। ইসলাম অতি সরল মানুষের মত একথা মনে করে না যে, নর-নারী কখনও নিজেদের কামনা-বাসনার দাসত্ব করবে না, মানব প্রকৃতির বাস্তব প্রবণতাকে সামনে রেখে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

তাই আহমদী নর-নারীর এটি নিশ্চিত করা উচিত যে, তাদের পোষাক যেন শালীন হয় আর পর্দার যে মৌলিক দাবি, পর্দা সেই দাবিসম্মত যেন হয়। শেষে আমি আবারও বলছি, তারাই কেবল আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে যারা নিজেদের বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয় তারাই সফল। অতএব যত্নসহকারে ইবাদত করুন আর নামাযের প্রতিটি শব্দ নিয়ে চিন্তা করুন। বুলিসর্বস্ব ইবাদত করবেন না। এক নিষ্ঠাবান নারীর ইবাদতের অনেক মূল্য আছে। তাই নিজেদের জন্য সদা দোয়া করুন, স্বামী-সন্তানদের জন্য দোয়া করুন, সমাজের এবং জামা'তের জন্য দোয়া করুন। দোয়া করার সময় সবসময় মনে রাখবেন, আপনারা সেই সত্তার সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন যিনি আপনাদের স্রষ্টা আর তিনিই আপনাদের দুশ্চিন্তা এবং দুঃখকষ্ট দূরীভূত করতে পারেন আর তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আপনাদেরকে ইসলামের মৌলিক অবস্থা থেকে সত্যিকার বিশ্বাসীর মানে উপনীত করতে পারেন। এমন পর্যায়ে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর সকল লোকের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, তবে কেউ নবী হলে ভিন্ন কথা।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যে সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তা হলো, মক্কী যুগে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর গৃহে দৈনিক দু -একবার যেতেন।

মহানবী (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াদ্র এবং কৃপাকারী হলো আবু বকর।

মানুষের মাঝে এমন কেউ নেই যে নিজ প্রাণ ও সম্পদের দিক থেকে আমার সাথে আবু বকর বিন আবু কোহাফার চেয়ে অধিক উত্তম আচরণ করেছে। মানুষের মধ্য থেকে আমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্ব সর্বোত্তম।

মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর আমা হতে আর আমি তার হতে। ইহকাল ও পরকালে আবু বকর আমার ভাই।

মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)কে দেখে বলেন, তারা উভয়ে হলো কান ও চোখ, অর্থাৎ (তারা) আমার নৈকট্যপ্রাপ্তসঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত।

আমার (হাতে) বয়আতের মাধ্যমে খোদা তা'লা হৃদয়ের অঙ্গীকার দেখতে চান। অতএব, যে পুরো নিষ্ঠার সাথে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ হতেসত্যিকার অর্থেই তওবা করে গফুরুর রহীম খোদা তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন আর সে (সদ্য) মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত হয়ে যায়, তখন ফিরিশ্‌তারা তার সুরক্ষা করে।"

এ জগৎ আমাদেরকে রক্ষা করবে না আর আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতেরও সুরক্ষা করবে না; বরং আমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিনীত দোয়াসমূহ এবং পুণ্যকর্মের কারণে জগতকে রক্ষা করবেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২৮ অক্টোবর, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৮ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বদরী সাহাবীদের প্রেক্ষাপটে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল আর তাঁর উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা বা তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) কী ভাবতেন অথবা তাকে কেমন মর্যাদা দিতেন- এ সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত রয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যে সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তা হলো, মক্কী যুগে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর গৃহে দৈনিক দু -একবার যেতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯০৫)

হযরত আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে যাতুস্ সালাসিলের সেনাদলে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে তাঁকে নিবেদন করি, লোকদের মধ্যে থেকে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়? তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা। আমি নিবেদন করি, পুরুষদের মধ্যে (কে)? তিনি (সা.) বলেন, তার পিতা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর উমর বিন খাত্তাব আর এভাবেই তিনি (সা.) কয়েকজন পুরুষের (নাম) উল্লেখ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬২)

হযরত সালেমা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর সকল লোকের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, তবে কেউ নবী হলে ভিন্ন কথা।

(কুনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভাগ-১১, পৃ: ২৪৮)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াদ্র এবং কৃপাকারী হলো আবু বকর।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৯০)

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের নীচে যারা অবস্থান করছে তারা তাদেরকে (সেভাবে) দেখবে যেভাবে তোমরা উদিত তারকারাজি দেখে থাক। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদার অধিকারীরা যেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে যারা তাদের অধীনস্থ । যারা তাদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে তারা যেন তাদের দেখে। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদার অধিকারীরা এমন উচ্চস্তরে থাকবে যে, যারা নিম্নস্তরে থাকবে তারা তাদেরকে এমনভাবে দেখবে যেভাবে তোমরা উদিত তারকারাজি দেখে থাক, অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের দিগন্তে তারকারাজি দেখে থাক। আর আবু বকর ও উমর তাদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারাও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তাদেরকে মানুষ এমনভাবে দেখবে যেভাবে সুদূর (আকাশের) তারকারাজি দেখে। তিনি (সা.) বলেন, আর তারা উভয়ে কতই না উত্তম!

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৫৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর ছাড়া আর কারোইআমাদের প্রতি এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান আমরা দিই নি। আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর প্রতিদান কিয়ামত দিবসে দিবেন।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৬১)

মহানবী (সা.) তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় বলেন, মানুষের মাঝে এমন কেউ নেই যে নিজ প্রাণ ও সম্পদের দিক থেকে আমার সাথে আবু বকর বিন আবু কোহাফার চেয়ে অধিক উত্তম আচরণ করেছে। মানুষের মধ্য থেকে আমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্ব সর্বোত্তম। এই মসজিদের সবগুলো জানালা আমার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দাও, শুধুমাত্র আবু বকরের জানালা ব্যতিরেকে। এটি সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৬৭)

মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর আমা হতে আর আমি তার হতে। ইহকাল ও পরকালে আবু বকর আমার ভাই।

(কুনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৮, হাদীস-৩২৫৪৭)

সুনানে তিরমিযীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়েই

জান্নাতবাসীদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্যেষ্ঠদের সর্দার, কেবল নবী ও রসূলদের ব্যতিরেকে। হে আলী! তাদের উভয়কে (এ কথা) বলো না যেন।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৪)

যখন তিনি রেওয়ায়েত করেন, হযরত আলীকে একথা বলতে নিষেধ করেন- এটি রেওয়ায়েতকারী বলেছেন।

হযরত আনাস (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) মুহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে নিজ সাহাবীদের কাছে বাহিরে আসতেন এবং বসা থাকতেন আর তাদের মাঝে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর থাকতেন। তাদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ছাড়া আর কেউই মহানবী (সা.)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তারা উভয়েই তাঁর (সা.) দিকে তাকাতেন আর তিনি (সা.) তাদের দিকে তাকাতেন। তারা তাঁর (সা.) দিকে তাকিয়ে হাসতেন আর তিনি (সা.) তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতেন।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৮

হযরত ইবনে উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তুমি হওযে আমার সঙ্গী আর গুহায়ও আমার সঙ্গী। (সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭০)

হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলে। তিনি (সা.) তার সম্পর্কে কোনো নির্দেশ প্রদান করেন। তখন সে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী বলেন, আমি যদি আপনাকে না পাই, অর্থাৎ আপনার তিরোধানের পর যদি আপনাকে আমার প্রয়োজন হয় তাহলে (আমি কী করব?)। উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে আসবে।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৬)

তিনি তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) একদিন বাহিরে আসেন এবং মসজিদে প্রবেশ করেন আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর এই দুইজনের মধ্য থেকে একজন তাঁর (সা.)-এর ডানদিকে আর দ্বিতীয়জন ছিলেন তাঁর (সা.)-এর বামদিকে। তিনি (সা.) তাদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, এভাবেই আমরা কিয়ামতের দিন উত্থিত হব।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৯

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)কে দেখে বলেন, তারা উভয়ে হলো কান ও চোখ, অর্থাৎ (তারা) আমার নৈকট্যপ্রাপ্তসঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭১)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে দুজন সাহায্যকারী থাকে আর জগদ্বাসীদের মধ্য থেকেও দুজন সাহায্যকারী থাকে। আকাশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে আমার দুজন সাহায্যকারী হলো জিব্রাঈল ও মিকাঈল। আর জগদ্বাসীদের মধ্য থেকে আমার দুজন সাহায্যকারী হলো আবু বকর ও উমর। (সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৮০)

অতঃপর তাকে জান্নাতের সু সংবাদও প্রদান করেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বলেন, হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) আমাকে বলেছেন, তিনি তার ঘর থেকে ওযু করে বাহিরে আসেন এবং বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে যুক্ত থাকব আর আজ সারা দিন তাঁর (সা.) সাথেই থাকব। অর্থাৎ তিনি সেই দিনটিকে তাঁর (সা.) সেবায় উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, তিনি মসজিদে এসে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে লোকেরা বলে, তিনি (সা.) বাইরে গিয়েছেন এবং ওই দিকে গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর (সা.) পিছনে চলতেথাকি এবং তাঁর (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকি। ইতোমধ্যে তিনি (সা.) আরীসামক কুপে যান, এটি কুবা মসজিদের নিকটবর্তী একটি কু পের নাম। আমি দরজার পাশে বসে পড়ি। এর দরজা ছিল খেজুর পাতার। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে আসার পর ওযু করেন এবং আমি উঠে তাঁর (সা.) কাছে যাই। গিয়ে দেখি, তিনি (সা.) বে'রে আরীসের ওপর বসে আছেন। তিনি (সা.) সেটির প্রাচীরের মাঝ বরাবর (বসা ছিলেন) আর তাঁর পায়ের গোছা হতে কাপড় উঠানো ছিল এবং তিনি (সা.) এদুটিকে কুপের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর উভয় পা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.)কে আমি সালাম দেই। তারপর ফিরে এসে দরজায় বসে পড়ি। আমি (মনে মনে) বলি, আজ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রহরী হব। ইতোমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) আসেন এবং দরজায় ধাক্কা দেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি আবু বকর। আমি বলি, একটু দাঁড়ান। এরপর আমি গিয়ে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু বকর এসেছেন, ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসতে দাও আর তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে হযরত আবু বকর (রা.)কে বলি, ভেতরে আসুন আর (শুনুন) রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর ভেতরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডানপাশে তাঁর (সা.) সাথে কুপের প্রাচীরের ওপর বসে পড়েন আর তিনিও নিজের পা মহানবী (সা.)-এর মতো কুপের ভেতর ঝুলিয়ে দেন এবং তার দুই পায়ের গোছা হতে কাপড় সরিয়ে রাখেন। আবার আমি ফিরে এসে বসে পড়ি। আমি আমার ভাইকে রেখে এসেছিলাম যেন সে ওযু করে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে। আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ্ যদি অমুকের মঙ্গল করার ইচ্ছা রাখেন তাহলে তাকে নিয়ে আসবেন [এর দ্বারা তার ভাই উদ্দেশ্য ছিল।] হঠাৎ দেখি, কেউ একজন দরজা ধাক্কাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কে আপনি? তিনি উত্তরে বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব। আমি বলি, একটু দাঁড়ান। এরপর আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে (সা.) সালাম দিয়ে বলি, উমর বিন খাত্তাব এসেছেন, তিনি (ভেতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এসে বলি, ভেতরে আসুন আররসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি (রা.) ভেতরে এসে কুপের প্রাচীরের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাঁর বামপাশে বসে পড়েন এবং নিজের পা কুপের ভেতর ঝুলিয়ে দেন। পুনরায়আমি ফিরে এসে বসে যাই। আমি (মনে মনে) বলি, আল্লাহ্ যদি অমুকের মঙ্গল কামনা করেন তাহলে তিনি তাকে নিয়ে আসবেন। [পুনরায় তিনি তার ভাইয়ের কথা ভাবেন।] ইতোমধ্যে এক লোকে এসেদরজা ধাক্কাতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করি, কে আপনি? তিনি বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ ফান। আমি বলি, একটু অপেক্ষা করুন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সংবাদ দেই। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। একই সাথে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে তিনি (সা.) আরো বলেন, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যদিও তার ওপর একটি বড় বিপদ আপতিত হবে। আমি তাঁর কাছে এসে তাকে বলি, ভেতরে আসুন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যদিও আপনার ওপর একটি বড় বিপদ আপতিত হবে। তিনি ভেতরে এসেদেখেন, (কুপের) প্রাচীরের এক পাশ পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই তিনি মহানবী (সা.)-এর বিপরীত দিকে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়েন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৭৪) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ:৭০)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ওহুদ পাহাড়ে আরহণ করেন আর তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা.) ছিলেন। এমন সময় তা কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে ওহুদ, স্থির হও! (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয়, তিনি (সা.) এর ওপর পদাঘাতও করেছিলেন। কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নবী, হাদীস- ৩৬৯৯)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ৯জন লোক সম্পর্কে এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতি আর দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা বললে আমি পাপী হব না। তারা জিজ্ঞেস করে, কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হেরা পাহাড়ে ছিলাম এমন সময় সেটি কাঁপতে আরম্ভ করে। প্রথমটি ছিল বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত আর এটি তিরমিযী শরীফের। এতে হেরার উল্লেখ রয়েছে। এ অবস্থায় মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থীর থাক। নিশ্চয়ই তোর ওপর একজন নবী, সিদ্দীক বা শহীদ রয়েছে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, সেই ১০জন জান্নাতি কারা? উত্তরে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.), আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, সেই দশম ব্যক্তি কে? ফলে সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হলাম আমি।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৭) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এই রেওয়ায়েতে সেই ১০জন মহান মর্যাদাবান সাহাবীর উল্লেখ রয়েছে যাদেরকে তাদের

জীবদ্দশাতেই মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারা মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠজনও ছিলেন আবার উপদেষ্টাও ছিলেন, যাদেরকে সীরাতের পরিভাষায় আশারায়ে মুবাশ্শারা বলা হয়, অর্থাৎ এমন ১০জন লোক যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়টিও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, মহানবী (সা.) শুধু ১০জন সম্পর্কেই জান্নাতের সুসংবাদ দেন নি, বরং এছাড়াও আরো কতিপয় এমন সাহাবী এবং মহিলা সাহাবী রয়েছেন যাদেরকে তিনি (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

যেমন- এই ১০জন ছাড়াও কমবেশি আরো প্রায় ৫০জন সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর নামের উল্লেখও পাওয়া যায়। এছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়া প্রায় ৩১৩জন এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা আর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বয়আতে রেজওয়ানে অংশ নেয়া লোকদের সম্পর্কেও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) (একদিন) বলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা রেখেছে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি রেখেছি। মহানবী (সা.) (আবার) বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে আজ জানাযার সাথে গিয়েছিল? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি। মহানবী (সা.) (পুনরায়) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কে আজ কোনো মিসকিনকে আহার করিয়েছে? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি করিয়েছি। মহানবী (সা.) (আবারও) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে আজ কোনো রোগীকে দেখতে এবং তার শুশ্রূষা করতে গিয়েছিল? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি গিয়েছিলাম। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তির মাঝে

এই সবগুলো বিষয় একত্রিত হয়ে গেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। এটি সহীহ্ মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৪৩৮৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস হলো মহানবী (সা.) বলেন, জিব্রাঈল আমার কাছে এসে আমার হাত ধরেছে আর আমাকে জান্নাতের সেই দরজা দেখিয়েছে যেটি দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হায়! আমিও যদি আপনার সাথে থাকতাম তাহলে আমিও সেটি দেখতে পেতাম। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমিই সেই ব্যক্তি যে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(কুনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৪৪, হাদীস নম্বর-৩২৫৫১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বিষয়ে আরো বলতে গিয়ে বলেন, "মহানবী (সা.) একবার বৈঠকে বসেছিলেন এবং তাঁর আশেপাশে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বসেছিলেন, এমন সময় তিনি (সা.) বলতে আরম্ভ করেন, জান্নাত এমন হবে, তেমন হবে। আর এরপর নেয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করেন যা তাঁর জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন। এসব কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! দোয়া করুন, জান্নাতে আমিও যেন আপনার সাথে থাকি। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরেকজন সাহাবীর নামও এসেছে আর কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর (রা.) -এর নাম এসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আশা করি, তুমি আমার সাথে থাকবে আর আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ দোয়াও করি যেন এমনই হয়। মহানবী (সা.) যখন এমনটি বলেন তখন প্রাকৃতিকভাবেই অন্য সাহাবীদের হৃদয়েও এ ধারণা জন্মায় যে, আমরাও মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করি যেন আমাদের জন্যেও এমন দোয়া করা হয়। প্রথমে তাদের ধারণা ছিল, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে জান্নাতে থাকব এত বড় সৌভাগ্য আমরা কোথায় পাব! কিন্তু যখন হযরত আবু বকর (রা.) অথবা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী অন্য কোনো সাহাবী একথা বলেন আর মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়াও করেন তখন তারা এ দৃষ্টান্ত পেয়ে যান এবং জেনে যান যে, এ বিষয়টি অসম্ভব নয়, বরং পুরোপুরি সম্ভব। অতএব আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার জন্যও দোয়া করুন যেন আমাকেও খোদা তা'লা জান্নাতে আপনার সাথে রাখেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, খোদা তা'লা তোমার প্রতিও অনুগ্রহ করুন, কিন্তু যে প্রথমে নিবেদন করেছিল সে তো এই দোয়া নিয়ে নিয়েছে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪২৭-৪২৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অমুক ইবাদতে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করবেন তাকে জান্নাতের অমুক দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে। আর যে ব্যক্তি তমুক ইবাদতে অধিকহারে অংশগ্রহণ করবে তাকে তমুক দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে। এভাবে তিনি (সা.) বিভিন্ন ইবাদতের নাম উল্লেখ করে বলেন, জান্নাতের সাতটি দারজা দিয়ে বিভিন্ন পুণ্যকর্মের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপকারী লোকদের প্রবেশ করানো হবে। হযরত আবু বকর (রা.)ও এই বৈঠকে বসেছিলেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! বিভিন্ন দরজা দিয়ে তাদের প্রবেশ করানোর কারণ হলো তারা একেকজন একেকটি ইবাদের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল। কিন্তু হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কোনো ব্যক্তি যদি সবগুলো ইবাদতের ওপরই জোর দেয় তাহলে তার সাথে কী আচরণ করা হবে? "

তিনি (সা.) বলেন, তাকে জান্নাতের সাতটি দরজা দিয়েই প্রবেশ করানো হবে আর হে আবু বকর! আমি আশা করি তুমিও তাদের অর্ন্তভুক্ত হবে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬২৪)

এই আলোচনা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লহ্। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিরস্মৃতিচারণ করব আর পরে তাদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ ইন্দোনেশিয়া জামা'তের আমীর জনাব আব্দুল বাসেত সাহেবের। তিনি ৮ অক্টোবর ৭১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইতে রাজেউন। তিনি মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ সুমাত্রী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ২১ বছর বয়সে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। ১৯৮১ সালের শুরুতে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ পাশ করেন। ১৯৮১ সালেই মোবাল্লেগ হিসেবে তিনি নিজ দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যান। ৮৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার মজলিসে আমেলার পরামর্শক্রমে এ পরিকল্পনা গৃহীত হয় যে, থাইল্যান্ডে তবলীগের উদ্দেশ্যে একজন ইন্দোনেশিয়ান মোবাল্লেগকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের নাগরিকত্ব নিয়ে থাইল্যান্ডে তবলীগের জন্য প্রেরণ করতে হবে। তখন তার নাম উপস্থাপিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মঞ্জুরী প্রদান করেন। ফলে তিনি থাইল্যান্ডে চলে যান। পরবর্তীতে তার পদায়ন হয় ইন্দোনেশিয়াতে এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়াতেই অবস্থান করেন আর এক দীর্ঘকাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপ্তিকাল ৪০ বছর। শোকসন্তপ্ত পরিবরে স্ত্রী ছাড়াও তিন পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে।

তার স্ত্রী মুসলী ওয়াদী সাহেবা বলেন, জামা'তের প্রতি মরহুমের গভীর ভালোবাসা ছিল আর জামা'তকে সর্বদা সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। আমি তার স্ত্রী হিসেবে জামা'তের প্রতি তার একাগ্রতা ও সেবার বিষয়টি সাক্ষ্য দিচ্ছি।তার এক ভাতিজা তাহের সাহেব বলেন, মরহুম কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনাবলীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতেন। একবার মরহুম বলেন, পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য মালয়েশিয়া যাবার প্রোগ্রাম ছিল আর এজন্য বিমানের টিকেটও ক্রয় করা ছিল কিন্তু তিনি বলেন, আনুমানিক এক সপ্তাহ পর যখন পুনরায় সাক্ষাত হয় তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি মালয়েশিয়া যান নি কেন? তিনি উত্তরে বলেন, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে পত্র পেয়েছি তাতে যাওয়ার অনুমতি পাই নি, তাই আমি মালয়েশিয়া যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছি আর টিকিটেরও কোনো পরোয়া করি নি। তার সাথে কাজ করতেন এমন একজন কর্মকর্তা বলেন, তিনি খুবই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে কাজ শিখাতেন ও বুঝাতেন। জামা'তের আমীর হওয়া সত্ত্বেও জামা'তের কাছ থেকেতিনি সুযোগ সুবিধা চাইতেন না। জামা'তের পক্ষ থেকে যা-ই পেতেন খুশি মনে তা ব্যবহার করতেন। সাদাসিদে জীবনকে প্রাধান্য দিতেন। অফিসের সময় প্রায়শই তিনি আমাদের কাছে এসে বসে যেতেন এবং চিঠিপত্র দেখে নোট লিখাতেন। মোবাল্লেগদের খুবই সম্মান করতেন। তিনি খুবই গভীর ও বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যখনই তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, সর্বদা আমেলার সদস্যদের কাছে পরামর্শ চাইতেন। গাম্ভির্যের অধিকারী কিন্তু বিনয়ে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খুবই মিশুক এবং ছো টোবড়ো সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। খেলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, নিজেদের সকল মতামত পিছনে রেখে তৎক্ষণিকভাবে যুগ-খলীফার নির্দেশের অনুসরণকরা উচিত। জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিতেন। জামা'তি সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি সর্বোচ্চ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যে-কোনো অনিয়ম তিনি কঠোর হস্তে দমন করতেন। অধিকাংশ সময়ই অন্যান্য কর্মীচারীদের পূর্বে অফিসে আসতেন। কোনো কারণে অফিসে আসতে না পারলে বা আসতে দেরি হলে স্টাফকে অবশ্যই অবহিত করতেন। বরং তিনি যদি কোনো কাজে অফিস থেকে বাইরে যেতেন, সামান্য সময়ের জন্যেও যদি যেতে হত তবুও অফিসের কর্মচারীদের অবশ্যই অবহিত করে যেতেন। বিভিন্নরিপোর্ট ও চিঠিপত্র চেক করার সময় মরহুম খুবই সতর্ক থাকতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি জিনিস দেখতেন আর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কাজ করতে হলে গভীর রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আহমদী সদস্যরা বলেন, আহমদীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে তিনি আমাদের সন্তানদের

জন্য অবশ্যই সাথে উপঢৌকন নিয়ে যেতেন। সর্বদাই স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি সর্বদা অন্যকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। আমীর সাহেব আমাদের জন্য এবং ইন্দোনেশিয়ার আহমদীদের জন্য বলতে গেলে আধ্যাত্মিক পিতা ছিলেন। জামা'তি ব্যবস্থাপনা ও ঐতিহ্যকে সর্বদা প্রাধান্য দিতেন আর একজন আমীরের মাঝে অবশ্যই এই গুণগুলো থাকা উচিত। তিনি যখন অসন্তুষ্ট হতেন তখনও প্রত্যেকের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতেন। রাগের মাথায় যা ইচ্ছে বলে দিলাম এমন নয়। কোনো শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সংশোধনের বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতেন। এক্ষেত্রে কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ থাকতো না বরং সংশোধনই আসল উদ্দেশ্য থাকতো। এরপর বলেন, অনেক আহমদী এখানে তাদের জামা'তি বা ব্যক্তিগত কাজে তার কাছে দিক নির্দেশনা চাইতেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও ভালোবাসার সাথে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সদস্যদের খেয়াল রেখেছেন। গত বছর থেকে তার অসুস্থতার দিনগুলোতেও রীতিমত বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং গণসংযোগ ও সফরে জামা'তের কাজ করতে থাকেন এতে কোনো কমতি আসতে দেন নি, যদিও গত এক বছর যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক লন্ডনে কর্মরত মাহমু দ ওয়ারদি সাহেব বলেন, তার স্বভাবের কোনো কোনো দিক খুবই উল্লেখ করার মত। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার জ্ঞানের পরিধি। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। সারাক্ষণ জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ রাখতেন। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখতেন। যে বিষয়েই কথা হতো তিনি তাতে জ্ঞানগর্ভ চমৎকার আলোচনা করার যোগ্যতা রাখতেন। জামা'তি বইপুস্তকের জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ জ্ঞানেও তার দখল ছিল। নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা অধ্যয়ন করতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের খবরাখবর পড়তেন তা ইন্দোনেশিয়ান ভাষাতেই হোক বা ইংরেজী ভাষায়ই হোক। বক্তৃতা করার সময় অধিক দীর্ঘ বক্তৃতা করতেন না , বরং সর্বদাই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতায় সর্বদা অত্যন্ত সাবলীল এবং সরল ভাষায় লোকদেরকে বুঝাতেন। সব শ্রে ণির লোকই তার কথা অনায়াসে বুঝতে পারতো। তিনি আরো বলেন, দৈনন্দিন জীবনে তিনি অত্যন্ত সাদামাটা কাপড় পরিধাণ করতেন কিন্তু গাম্ভির্যপূর্ণ মানুষ ছিলেন। কোনো ধরনের লৌকিকতাবা কৃত্রিমতা একেবারেই ছিল না। সকল শ্রেণির মানুষই তাঁর সাথে বসে অনায়াসে কথাবার্তা বলতে পারতো। কিন্তু সর্বদাই লোকেরা তার সম্মান ও পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সাথে কথা বলতো।

সেখানকার জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক ও মুরুব্বী সিলসিলা ফযলে ওমর ফারুক সাহেব বলেন, শৈশব থেকেই আমি আমীর সাহেবের সাথে ছিলাম। ইন্দোনেশিয়ার জামা'ত যখন চরম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ছিল তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে জামা'তের সকল সদস্যদের সাহস যোগাতেন। তাদেরকে ধৈর্য ধারণ ও দোয়া করার উপদেশ দিতেন। তিনি যখনই দোয়া করতেন তখন বিগলিত চিত্তে দোয়ার করতেন। নামাযের জন্য সর্বদা সময়মত মসজিদে আসতেন। ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের অনেক খেয়াল রাখতেন। কোনো মুরুব্বী কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন না কোনো উপহার অবশ্যই দিতেন।

জামেয়ার আরেক শিক্ষক সাইফুল্লাহ্ মুবারাক সাহেব বলেন, মওলানা আবদুল বাসেত সাহেব ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। জামা'তের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সর্বদা অংশগ্রহণ করতেন। সবার সাথেই নম্রতা ও সম্মানের সাথে কথা বলতেন। যে কোনো মজলিসে তার উপস্থি তির ফলেতা আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে যেত। সর্বদাই তিনি হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তিনি বলেন, আমি যখন জামেয়া ইন্দোনেশিয়াতে পড়তাম তখন মাগরিবের নামাযের পর তিনি আমাদের সাথে বসতেন এবং আমাদেরখোঁজখবর নিতেন এবং হালকা রসিকতা করতেন।

মুরুব্বী সিলসিলা নুরুদ্দীন সাহেবও লিখেছেন, তিনি এমন একজন আমীর ছিলেন যিনি নিজের আদর্শ উপস্থাপন করতেন। তিনি লিখেন, ২০১৮ সনে তিনি আমাদের মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। ওইসময় আমাদের কাছে ছয় কোটি (ইন্দোনেশিয়ান) টাকা ছিল। ইন্দোনেশিয়ান টাকার মূল্যমান খুবই কম, তাই সেখানে কোটি এবং মিলিয়ন ও বিলিয়নে কথা বলা হয়। তিনি বলেন, আমাদের কাছে ছয় কোটি টাকা ছিল। কিন্তু মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। আমীর সাহেব উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য যতটা অর্থই সংগ্রহ হয়েছে তা দিয়েই নির্মাণকাজ শুরু করে দিন। কিন্তু এরপর আমরা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের নিদর্শন দেখব। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ১৫০ কোটি ইন্দোনেশিয়ান টাকার প্রয়োজন হলেও তোমাদের কাছে যে ৬ কোটি আছে তা দিয়েই কাজ শুরু করে দাও। এটি (চাহিদার) ১০ ভাগের ১ ভাগও নয়। তিন শতাংশ, না বরং চার শতাংশ। এই উপদেশ দেওয়ার পর তিনি তার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে আমাদের মসজিদের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন। এখান থেকেই জামা'তের সদস্যরাও অধিকহারে নিজেদের উত্তম কুরবানী উপস্থাপন করতে আরম্ভ করেন। এভাবে দুই বছরের মধ্যেই আমাদের মসজিদের নির্মাণকাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর এই মহামারীর যুগ আসে, মানুষের আয় কমে যায়। ফলে মসজিদের নির্মাণকাজ থেমে যায়। তিনি বলেন, আবারও আমরা তার কাছে গিয়ে বলি, মসজিদের কাজ সম্পন্ন করতে চাই, কিন্তু এখনো প্রায় ১৫ কোটি তথা ১৫০ মিলিয়ন টাকার প্রয়োজন। আমরা আশা করছিলাম কেন্দ্র আমাদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু আমীর সাহেব বলেন, কেন্দ্র কোনো সাহায্য করবে না আর আপনারা কারো কাছে না চেয়ে নিজেরাইএ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেখানে কতজন আহমদী আছে। আমি বলি, ১৬০জন আহমদী আছে। একথা শুনে তিনি সাবলীলভাবে মুচকি হেসে বলেন, প্রত্যেকে ১০ মিলিয়ন (এখানকার হিসেবে প্রায় ১০০ বা ১২৫ পাউন্ড) করে দিয়ে দিলেই এই অংক পূর্ণ হতে পারে। তিনি বলেন, প্রথমদিকে আমাদের বিশ্বাস হয় নি যে, একাজ এত সহজে হতে পারে। কিন্তু আমরা যখন তার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে আরম্ভ করি তখন (আল্লাহ্ তা'লা) জামা'তের সদস্যদের হৃদয়ে এক ভালোবাসা ও প্রেরণার সঞ্চার করেন যেন তারা নিজেদের সর্বোত্তম সম্পদ মসজিদ নির্মাণের জন্য উপস্থাপন করে। এছাড়া তিনি নিজের পক্ষ থেকে আবারও যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন। ফলে তিন বছরের মধ্যে,অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যায়।

শুধু আহমদীই নয়, বরং অ-আহমদীদের সাথেও তার সুসম্পর্ক ছিল। সাবেক ধর্মমন্ত্রী লুকমান হাকীম সাইফু দ্দীন সাহেব বলেন, (তিনি আহমদী নন) মরহুমকে আমি একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব মনে করি। তিনি সর্বদা মানবতাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি যেখানেই যেতেন সবর্দা এবিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন যে, কীভাবে আমরা মানুষের সম্মান, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং সকলের প্রতি যত্নবান হতে পারি। তিনি বলেন, আমার মতে এসব বিষয়ে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। কেবল আহমদীদের নয় বরং ইন্দোনেশিয়ার সব মানুষের দায়িত্ব হলো আমরা যেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি এবং তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে যেসব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো যেন মেনে চলার চেষ্টা করি। আমাদের মাঝে যতটাবিভেদ ও পার্থক্য রয়েছে তা কেবল পরস্পরের মাঝে ঘৃণা ও মানুষের সম্মান বিনষ্ট করার কারণ হয়ে থাকে। তাই সেগুলো দূর করতে হবে।

ইন্দোনেশিয়ায় তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত যুহায়রি সাহেব লিখেন, আমি আমীর সাহেবের কাছ থেকে এটি শিখেছি যে, কীভাবে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.), তাঁর আহলে বয়আত এবং আলেম সম্প্রদায়কেভালোবাসব এবং তাদের উন্নত শিক্ষার অনুসরণ করব। যদিও আহমদীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতে অনেক অত্যাচার হয়েছে আর তিনি সেখানে অনেক বীরত্বের সাথে সেই যুগ অতিবাহিত করেছেন এবং খুবই উত্তমরূপে সব আহমদীকে রক্ষা করেছেন। যাহোক, তিনি লিখেন, যদিও আহমদীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে এবং অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তবুও আমীর সাহেব আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন যে, সর্বাবস্থায় আমাদেরকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ধর্ম, দেশ ও মানবতার সেবা করা উচিত। কেননা সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের বিশ্বাস হলো, Love for all, Hatred for none| আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমীর সাহেব আল্লাহ্ তা'লা র প্রিয়পাত্র, আলেম, নির্মল মনের অধিকারী এবং চরিত্রবান একজন মানুষ ছিলেন।

জাতীয় পর্যায়ের একটি সংগঠনের নেতা নিয়া শরীফ উদ্দীন সাহেবা লিখেন, আমীর সাহেবের কথা বলার ভঙ্গিমা অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। যদিও তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলতেন ,কিন্তু তাতে দেশপ্রেমের আবেগ স্পষ্ট ছিল। এক কথায়, তার কথা থেকে Love for all, Hatred for none প্রকাশ পেত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মরহুম অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন এবং এমন নেতা ছিলেন যিনি সর্বদা ঈমান ও সকলের প্রতি ভালোবাসার চেতনা নিয়ে কথা বলতেন।

মিরাজ উদ্দীন শাহেদ সাহেব লিখছেন, আমীর হিসেবে তার নেতৃত্বের যুগে ইন্দোনেশিয়া জামা'তকে অনেক বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়ার বেশ কয়েকটি স্থানে আহমদীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এবং ঠাণ্ডা মাথায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

এগুলোর মোকাবিলা করেন। সরকারী কর্মকর্তারাও তাকে সম্মান করতেন। এটি তার উত্তম গণসংযোগেরই প্রতিফলন।

জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল মাসুম সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব খিলাফতের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে প্রায় সময়ই তিনি নামাযের জন্য আমার সাথে মসজিদে যেতেন। তিনি যখনই সফরে যেতেন তখন আবশ্যই একথা বলে যেতেন, অমুক জামা'তে সফরে যাচ্ছি আর আমাকেও বলতেন, তুমিও সফরে যাও। জামেয়া আহমদীয়ার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। জামেয়া আহমদীয়ার বোর্ড মেম্বার হিসেবে ছাত্রদের ইন্টাভিউ নেয়ার সময় সর্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, আপনারা যেহেতু মোবাল্লেগ হবেন তাই জামা'তের জন্য সব দিক দিয়ে আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করুন। তিনি বলেন, আমাকেও দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন এবং প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন যে, অমুক ছাত্রের মাঝে কী ঘাটতি; তা পূর্ণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। জামেয়ার ছাত্রদের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল।

আমেরিকার মুরব্বী সিলসিলা এরশাদ মালহী সাহেব বলেন, বাসেত সাহেব জামেয়াতে আমার সহপাঠী ছিলেন এবং আমার রুমমেটও ছিলেন। আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সু যোগ পেয়েছি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চরম পর্যায়ের মেধাবী, প্রফুল্লচিত্ত, মিশুক ও হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। খুব ভালোমানের ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার ছিলেন। রাবওয়াতে তিনি সব সময় জয়ী হতেন। তিনি বলেন,তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি যখন ইন্দোনেশিয়া থেকে রাবওয়া জামেয়াতে আসছিলেন সেই দিনগুলোতেই তিনি কোনো কোম্পানির পক্ষ থেকে খেলোয়াড় হিসেবে অনেক বড় একটি প্রস্তাব পান।ফলে তাঁর পিতা মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (একথা ভেবে) খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন, আব্দুল বাসেত কোথাও না আবার এই বড় প্রস্তাবের লোভে পড়ে জামেয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। আমীর সাহেব বলেন, তিনি যখন তার পিতার (চেহারায়) দুশ্চিন্তার ছাপ দেখেন তখন পিতাকে নিশ্চিন্ত করেন এবং এইপ্রতিশ্রুতি দেন যে, কখনোই আমি জাগতিক স্বার্থে ধর্মকে পরিত্যাগ করব না আর এভাবে তিনি অনেক বড় অঙ্কের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর সারাটা জীবন সাক্ষী, তিনি ধর্মকে সদা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। খেলাফতের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং নিবেদিতপ্রাণ ও আত্মত্যাগী সত্তা ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর অনেক নৈকট্যভাজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে টিপ্পনি কেটে বলতাম, আপনি তো হযরত খলীফতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর পছন্দের পাত্র। অনুরূপভাবে প্রত্যেক খেলাফতের যুগেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মতো আরো মোবাল্লেগ ও কর্মী দান করতে থাকুন।

যেভাবে আমি বলেছি, আমি নিজেও তাঁকে পূর্ণ আনুগত্যকারী এবং নিঃস্বার্থ মানুষ হিসেবে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াত ব্যক্তিদের শূন্যতাও পূর্ণ করতে থাকুন। বিশেষত ইন্দোনেশিয়ার সকল মুরব্বী ও মোবাল্লেগকে তাঁর আদর্শ দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। পৃথিবীর অন্য সকল মোবাল্লেগের জন্যও [একই কথা প্রযোজ্য]। এগুলো অতীতের কথা নয়, এসব লোক ছিলেন বর্তমান যুগের যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ওয়াকফের দাবি পূর্ণ করেছেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ যয়নাব রমযান সাহেবার। তিনি তানজানিয়ার মুরব্বী সিলসিলা জনাব ইউসুফ উসমান কাম্বালা সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। কিছুদিন তিনি পূর্বে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইতে রাজেউন। তাঁর স্বামী ইউসুফ উসমান কাম্বালা সাহেব বর্ণনা করেন, অধমের সহধর্মিনী খুবই পুণ্যবতী, নিষ্ঠাবন এবং জামা'তের প্রত্যেক কাজে অংশগ্রহণকারী মহিলা ছিলেন। প্রতিবেশিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। দরিদ্র ও এতিমদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। মুরব্বীদের অনেক সেবা ও সম্মান করতেন। চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। আমরা যেখানেই থেকেছি সেখানেই তিনি সর্বদা জামা'তের কাজে সম্মুখ সারিতে থাকতেন। সকল আহমদীর সাথে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করতেন। দুই-আড়াই বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। চিকিৎসা করিয়েছি আর অনেক ভালো ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি প্রাধান্য পেয়েছে আর কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, জানাযায় শামিল হওয়ার জন্য টোপু য়া ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মাঝে অ-আহমদী আত্মীয়স্বজনও অংশগ্রহণ করেছিল। তাঁর তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে, তারা সবাই বিবাহিত। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কাদিয়ানের দরবেশ শেখ আব্দুল কাদির সাহেবের সহধর্মিনী হালিমা বেগম সাহেবার। গতমাসে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইতে রাজেউন। মরহুমা নিয়মিত নামায রোযায় অভ্যস্ত , ধৈর্য্যশীলা, কৃতজ্ঞচিত্ত, বিনয়ী এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী মহিলা ছিলেন। সন্তানদের নামায এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করতে জন্য পরিশ্রম করতেন। যতদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল কাদিয়ানের শিশুদের পবিত্র কুরআন পড়াতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা ছিল এবং যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে ঘোষিত প্রত্যেক তাহরীকে অংশ নিতেন। দরবেশীর জীবনকে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। দারিদ্র সত্ত্বেও কখনো কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে যেতে দিতেন না। মরহুমার ঘর দারুল মসীহ্ র নিকটে হওয়ায় জলসা সালানার দিনগুলোতে মেহমানে ভরাথাকত। মেহমানদের হাস্যবদনে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের সর্বোত্তম আতিথেয়তা করতেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার পুত্র শেখ নাসের ওয়াহিদ সাহেব নূর হাসপাতাল কাদিয়ানের ভারপ্রাপ্ত এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছেন। তার তিন কন্যা রয়েছে, তারা প্রবাসী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কিরিবাসের শ্রদ্ধেয়া মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবার। তার জীবনীও বিস্ময়করএবং আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাও বিস্ময়কর। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী মহিলা ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইতে রাজেউন। তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। কিরিবাসের মুরব্বী খাজা ফায়েজ সাহেব বলেন, মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবা কিরিবাস জামা'তের প্রথম মুসলমান এবং প্রথম আহমদী ছিলেন। পৃথিবীর এক প্রান্তে কোনোভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের একটি কপি খুঁজে পান। এমন একটি স্থান যেখানে অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি বইপুস্তকও কালেভদ্রেই দৃষ্টিগোচর হতো। পবিত্র কুরআনের এই অনুলিপিটি পাওয়ার পর তিনি নিজেই তা পড়তে শুরু করেন। (হয়তো) এর সাথে অনুবাদ ছিল। এটি পড়ার পর মোহতরমা মেলে আনিসা ইপিসাই সাহেবার ওপর পবিত্র কুরআনের এতগভীর প্রভাব পড়ে যে, আপন মনেই তিনি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তখন থেকেই পর্দা করা শুরু করেন। আহমদীয়া জামা'তের প্রথম মোবাল্লেগ মরহুম হাফেয জিব্র াঈল সাঈদ সাহেব কিরিবাস পৌঁছার পরলোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এখানে এই দেশে কোনো মুসলমান আছে? তখন সবাই মোহতরমা মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, গোটা দেশে কেবল একজনই রয়েছেন যিনি মুসলমান। খোদার কেমন অনুগ্রহ যে, মোহতরমা মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবা মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করার পরএক বছরের মধ্যেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মোবাল্লেগ সিলসিলা সেখানে পৌঁছেন। এই যুবক বয়সী বীরনারী ততদিনে নিজ পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের মাঝে ইসলামের তবলীগকরা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন সেখানে মোবাল্লেগ সিলসিলার পৌঁছানোর পূর্বেই। আর এ কারণেই এই ছোট্ট দেশে যার জনসংখ্যা একলক্ষ ছিল; একজন নারী মুসলমান হয়ে গেছে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য যখন মোবাল্লেগ সিলসিলা হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব কিরিবাস নামক দেশে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্ তা'লা পূর্বে থেকেই তাকে একজন 'সুলতানে নাসীর' দান করে রেখেছিলেন। তিনি জামা'তের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

একমাত্র মুসলমান হওয়া, পর্দা করা এবং লোকদেরকে তবলীগ করার কারণে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। প্রথম মোবাল্লেগ সিলসিলা জিব্রাঈল সাহেব কিরিবাস আসার পর মোহতরমা মেলে আনিসা সাহেবা বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি মোবাল্লেগ সিলসিলার থাকার ব্যবস্থা করেনআর তার অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। এরপর তবলীগে আত্মনিয়োগ করেন। তার তবলীগে বেশ কয়েকজন জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়। জামা'তের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। মুরব্বীদের তিনি অনেক সম্মান করতেন। মানুষের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর ঈমান কখনো দুর্বল হয় নি। যেখানেই যেতেন পর্দা করে যেতেন এবং তার মুসলমান পোষাকও তবলীগের মাধ্যম হয়ে যায়। যদিও মানুষ তাকে নিয়ে উপহাস করত, কখনো গালি দিত, বিতর্ক করত, বিরক্ত করত।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন:অ-আহমদী ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের সমীপে চিঠি লিখে তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের কয়েকটি স্বপ্নের কথা জানিয়ে সেগুলি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চান। এছাড়াও তিনি জামাত সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চান এবং এক আহমদী ছেলের সঙ্গে বিয়ের অনুমতি চান। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ২২ শে আগস্ট তারিখের চিঠিতে লেখেন-

বিয়ে প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, যদি সেই ছেলেটিও আপনাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক থাকে তবে তাকে নিজেকে একথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। আপনি নিজের এবং ভাইয়ের যে স্বপ্নের কথা লিখেছেন তাতে সাদা পাখি,সাদা ঘোড়া, সাদা বাড়ি এবং সেই বাড়ি গুলির মধ্যে খানা কাবার কথা বিশেষ করে উল্লেখ রয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে সাদা রঙ পুণ্য, কল্যাণ এবং দ্বীনের স্বচ্ছতাকে নির্দেশ করে। পাখি আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক। আর কোনও বাড়িতে খানা কাবা হওয়া এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সেই বাড়িতে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও প্রীতি বর্ষিত হয় আর তা গৃহবাসীর দ্বীনের সংশোধন এবং যাবতীয় ভয়ভীতি থেকে শান্তি লাভ হওয়ার দলিল।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সত্য পথ এবং প্রকৃত ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করুন আর আঁ হযরত (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আবির্ভূত হওয়া মহম্মদী মসীহকে সনাক্ত করার, তাঁর দাবিসমূহকে সত্য অন্তকরণে গ্রহণ করার, তাঁর শিক্ষা মেনে চলে নিজের ইহকাল ও পরকাল সুসজ্জিত করার তৌফিক দান করুন।

যুক্তি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ না করে ইহকাল ত্যাগকারীদেরকে পরকালে বহু দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কেননা, তারা রসুলগণের নেতা নবীকুলের শিরোমনি হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) এর আদেশ শিরোধার্য না করেই পৃথিবী ত্যাগ করেছে। আপনার পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নে ভয়াবহ দৃশ্য দেখার বর্ণনা সেই দুঃখ-যন্ত্রনার দিকেই ইঙ্গিত করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি দয়াসুলভ আচরণ করুন আর তাঁর সন্তানদের সত্য সনাক্ত করে তা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর জন্য মকবুল দোয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আপনার প্রশ্নগুলি প্রসঙ্গে আমি বলব যে, এগুলির বিস্তারিত উত্তর আমাদের জামাতের বিভিন্ন পুস্তকে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে আপনি বিস্তারিত পড়ে নিতে পারেন। এখানে সংক্ষেপে সেগুলির উত্তর দিচ্ছি।

১) ইসলামের বিদ্বান ও বিবেকবান বলে যারা দাবি করে সেই সব মুসলমানদের চোখে যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার সপক্ষে পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শনসমূহ ধরা না দেয় তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, ঈমান আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় লাভ হয়। কোনও জ্ঞান ও বিবেচনার ভিত্তিতে তা লাভ হয় না। এর সব থেকে বড় উদাহরণ হল আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের জ্যোতি হযরত বিলাল (রা.)-এর ন্যায় একজন অশিক্ষিত দাস চিনে নিয়েছিলেন কিন্তু সেই জ্যোতি মক্কা উপত্যকার সর্দার এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পিতা হিসেবে পরিচিত (আবুল হাকাম) আবুজাহলের চোখে পড়ে নি। নবুয়তের সেই জ্যোতিকে চিনতে না পারার কারণেই তার নাম হয়েছিল আবু জাহল।

২) আঁ হুযুর (সা.) নিজের সম্পর্কে 'লা নবীয়া বাআদী' শব্দ বলার তাৎপর্য হযরত আয়েশা (রা.) [যাঁর সম্পর্কে হুযুর (সা.) বলেছিলেন অর্ধেক ধর্ম আয়েশার কাছে শিখে নাও] বলেন- قُوْلُوْا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ (সংকলক=ইবনে আবু শিবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস-২১৯) অর্থাৎ তোমরা হুযুর (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন বলো, কিন্তু একথা বলোন যে তাঁর পরে কোনও নবী হবে না।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই নির্দেশের কারণ এই ছিল যে, হুযুর (সা.) এবং খিলাফতে রাশেদার যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে এই বিভ্রান্তি দেখা দিতে শুরু করে যে আঁ হযরত (সা.)-এর যাবতীয় প্রকারের নবুয়্যতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা (রা.) যেহেতু আখেরীনদের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া মহম্মদ মসীহ্র সম্পর্কে কুরআন করীম এবং হুযুর (সা.) বর্ণিত অন্যান্য সুসংবাদ সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। সেই কারণে তিনি সেই যুগে সাধারণ মানুষের মনে তৈরী হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে এই উক্তি করেছিলেন যে তারা হুযুর (সা.)কে খাতামান্নাবীঈন (নবীগণের মোহর) বলুক, অর্থাৎ এখন যে কেউ পৃথিবীতে নবী হিসেবে আবির্ভূত হবেন তিনি কেবল হুযুর (সা.)-এর আনুগত্যে এবং তাঁর কল্যাণে নবী হবেন আর হুযুর (সা.)-এর শরীয়তের অধীনেই থাকবেন। কিন্তু তারা যেন একথা না বলে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কোনও প্রকার নবী আসতে পারে না। কেননা, এটা হুযুর (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন-এর মর্যাদার পরিপন্থী। হুযুর (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন এর মর্যাদা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তাঁর উম্মতের অনুসারী কোনও ব্যক্তি তাঁর কল্যাণ ও আশিস এবং আনুগত্য ও অনুসরণে উম্মতি ও ছায়া নবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মসীহ ও মাহদী (আ.) বলেন-

"আমাদের বিশ্বাস, কুরআন শরীফ শেষ ধর্মীয় গ্রন্থ এবং শেষ ঐশী বিধান বা শরিয়ত। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত এই অর্থে কোনও নবী নেই যে শরিয়তধারী হবে বা আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে ওহী পেতে পারে। বরং কিয়ামত পর্যন্ত এই পথ বন্ধ। আর নবী (সা.)-এর অনুসরণে ওহীর নেয়ামত লাভ করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত দরজা খোলা রয়েছে। আঁ হযরত (সা.)কে অনুসরণের মাধ্যমে যে ওহী লাভ হয় তার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। কিন্তু শরিয়তধারী নবুয়ত বা সরাসরি নবুয়্যত লাবের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

(রিভিউ মুবাহাসা, বাটালবী চাকডালবী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২১৩)

৩) খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত-এর অর্থ খিলাফতের সেই ধারা যা নবুয়্যতের পর তার পদাঙ্ক অনুসরন করে তার সম্পূর্ণ কাজগুলিকে পূর্ণতা দান করতে এগিয়ে যেতে সূচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে মোমেনদেরকে সেই খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দান করতে গিয়ে বলেন-

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন, যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অব্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে,তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।(সূরা নুর: ৫৬)

এছাড়া একটি হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক নবুয়্যতের পর খিলাফত হয়ে থাকে। (আল জামিউস সাগির, লিস সুইয়ুতি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৬) এই ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পরেই সর্বপ্রথম খিলাফতে রাশেদা রূপে খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুয়তের ধারা সূচিত মোমেনদের মাঝে সূচিত হয়। অতঃপর ইসলামের পুনরুত্থানের যুগে হুযুর (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই একই ধারা তাঁর একনিষ্ঠ দাস মহম্মদী মসীহরর আবির্ভাবের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) তাঁর এক উক্তিতে এই সুসংবাদ এইভাবে দান করেন- হযরত হুযাইফা বিনঈ আইমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন। এরপর খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর যেদিন আল্লাহ্ চাইবেন তিনি সেটিকে তুলে নিবেন। এরপর তাঁর নিয়তি অনুসারে অত্যাচারী শাসকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যার প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই যুগের অবসান হলে তাঁর দ্বিতীয় তকদীর হিসেবে আরও প্রবল অত্যাচারী বাদশাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার দয়া উদ্বেলিত হয়ে এই অন্যায় ও অত্যাচারের যুগের অবসান ঘটাবে। এরপর পুনরায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পর্যন্ত বলে আঁহযরত (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হ্বাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৮৫, হাদীস- ১৮৫৯৬)

এই কুরআনীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং হুযুর (সা.)-এর উপরোক্ত উক্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল যে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় আল্লাহ্ তা'লা একদিকে যেমন নবুয়্যতের পদ্ধদিতে খিলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠিত করবেন, তেমনি এর পাশাপাশি এই সংবাদও দেওয়া হয়েছিল যে মুসলমানদের মাঝে একধিক জাগতিক বাদশাহ ও খিলাফতও প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু

নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফতের বৈশিষ্ট হবে সেই খিলাফত চরমপন্থীদের উত্তর চরমপন্থা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে না। মুসলমান জাতির দুটি দলের মাঝে গুলি বিনিময় এবং হত্যালীলা চালিয়ে সেই খিলাফত লাভ হবেনা,বরং আল্লাহ তা'লার করুনা উদ্বেলিত হলে তবেই সেই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যে খিলাফত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুকম্পার কল্যাণে লাভ হবে তা তার অনুসারীদের জন্য ভালবাসা, সম্প্রীতি এবং ভীতির পর শান্তির উপকরণ সৃষ্টিকারী হবে, ধর্মের সুদৃঢ়তার নিশ্চয়তাদানকারী হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাকারী হবে, শুধু তাই নয় বরং তা সমগ্র বিশ্বের জন্যও শান্তির প্রতিভূ হবে। সেই খিলাফত দেশসমূহকে ন্যায় বিচার ও সৎপরায়ণতা অবলম্বনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মানুষকে সততা এবং ভালবাসা দ্বারা নিজেদের কর্তব্য পালনের দিকে মনোযোগী করে তুলবে। অতএব, আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর যেভাবে খিলাফে রাশেদা এই কার্য সম্পাদন করেছে, তাঁর আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পরিণামে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের আহমদীয়া হাক্কা ইসলামিয়াও আল্লাহ তা'লা কৃপায় বর্তমান যুগে সেই একই কাজ সম্পাদন করার তৌফিক পাচ্ছে।

যতদর মিনারাতুল মসীহর সম্পর্ক, যেভাবে পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ এবং খোদা তা'লার প্রেরিত পুরুষেরা নিজেদের যুগে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে বাহ্যিকভাবেও পূরণ করার চেষ্টা করে এসেছেন, আম্বিয়া(আ.)-এর সেই রীতি অনুসরণ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও খোদা তা'লার আদেশে হুযুর (সা.) নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে বাহ্যিকভাবে পূরণ করার উদ্দেশ্যে এই মিনার নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। হযরত নোয়াসবিন সামাআন (রা.)-এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে বলেন- 'হুযুর (সা.) বলেছেন- যখন আল্লাহ্ তা'লা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)কে প্রেরণ করবেন তখন তিনি দামাস্কের পূর্বে শুভ্র মিনারের উপর অবতরণ করবেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতন, ও আশরাত আস সাআত) হুযুর (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে বাহ্যিকভাবে পূর্ণ করার জন্য একাধিক মুসলমান বাদশাহ এই ধরণের মিনার নির্মাণের চেষ্টা করেছে। ৪৬১ হিজরীতে দামাস্কে জামে আমবী-তে একটি মিনার নির্মাণ করা হয়। কয়েক বছর পর সেই মিনারটিকে খৃষ্টানরা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীকালে এই মিনারটির পুনর্নির্মাণ করা হয় কিন্তু পুনরায় আগুনে পুড়ে মিনার ও মসজিদ উভয়ই ধ্বংস হয়ে যায়। তৃতীয় বার ৮০৫ হিজরীতে সিরিয়ার গভর্ণর এই মিনার নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করে আর এর নাম দেওয়া হয় 'মিনারা ঈসা'। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব যে জনপদে সেই কাদিয়ান দামাস্কের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও হুযুর (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্টকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একটি মিনার নির্মাণ করা আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুটা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁর যুগে সেই মিনার নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ(রা.) -এর যুগে খিলাফতের প্রারম্ভিক দুই বছরের মধ্যেই এটি পূর্ণতা পায়। অর্থাৎ ১৯১৫ সালে এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। আর আজও এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্মস্থানে এটি মিনারাতুল মসীহ নামে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মিনার নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- "হাদীসে যে মসীহ মওউদ সম্পর্কে লেখা রয়েছে তিনি শুভ্র মিনারের নিকট নাযেল হবেন-এর তাৎপর্য এই যে মসীহ মওউদ -এর কাছে এটি প্রতীক হিসেবে থাকবে, কেননা সেই সময় পৃথিবীতে পারস্পরিক যোগাযোগ, যাতায়াত ও মেলামেশার সুযোগ-সুবিধার কারণে তবলীগের দায়িত্ব পালন, ধর্মের আলোক পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করা এতটাই সহজ হবে যেন সেই ব্যক্তি মিনারা-র উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।... বস্তুত, মসীহর যুগের জন্য মিনারা শব্দটিতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর আলোক এবং শব্দ দ্রুত পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে আর এমন সহজসাধ্যতা অন্য কোনও নবীর জন্য সৃষ্টি হয় নি। (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১)

তিনি আরও বলেন, "এই মিনারের মধ্যেই এক সত্য লুক্কায়িত আছে। আর সেটি হল, হাদীসে বার বার একথার উল্লেখ রয়েছে যে আগমণকারী মসীহর নিকট মিনার থাকবে। অর্থাৎ সেই যুগের ইসলামের সত্যতা চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে যা সেই মিনার সদৃশ সুউচ্চ। আর ইসলাম ধর্ম সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে এরই ন্যায়, যেমন কোনও বক্তি যখন মিনারায় চড়ে আযান দেয় তখন তার কণ্ঠ সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে যায়। তাই মসীহর যুগে এমনটি হওয়াই ভবিতব্য ছিল। -এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর এটি ইসলামের পক্ষ থেকে এমন এক চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠার উচ্চ কণ্ঠ যার প্রাবল্যে সমস্ত আওয়াজ চাপা পড়ে যাবে। আর শুরু থেকেই মসীহর জন্য বিশিষ্ট করা হয়েছে। আর আদি থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে যে মসীহ মওউদ এর পদযুগল এই সুউচ্চ মিনারের উপর থাকবে যার থেকে উচ্চ কোনও ভবন নেই। "(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২)

'স্মরণ থাকে যে, এই মিনার নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল খোদার পয়গম্বর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যেন পূর্ণ হয়। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দুই বার দামাস্কের পূর্ব দিকে মিনার তৈরী করা হয়েছিল যা পুড়ে গিয়েছে। অথবা এই ধরণের উদ্দেশ্যে , যেমনটি হযরত উমর (রা.) এক সাহাবাকে কিসরার মালে গণিমত থেকে সোনার বালা পরিয়েছিলেন যাতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮০)

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (রা.)-এর আবির্ভাবের চল্লিশ বছর পর কিয়ামত আসবে। এখানেও কয়েকটি বিষয় ব্যখ্যা করার প্রয়োজন। যেমন, ভবিষ্যদ্বাণীর বৈশিষ্ট হল, এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রথমত কিয়ামত শব্দটিরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেননা, কুরআন করীম এবং হাদীসে কিয়ামত শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিয়ামত শব্দ সেই বিশ্বজনীন বিনাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে যখন পৃথিবীকে গুটিয়ে নেওয়া হবে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুও তার জন্য কিয়ামত হয়ে থাকে। নবীর যুগও শত্রুদের জন্য কিয়ামত স্বরূপ যখন তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের পরাজয় হয় আর সত্য জয়যুক্ত হয়। আঁ হুযুর (সা.)-এর যুগও আরববাসীর জন্য একটা কিয়ামত ছিল যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- (আল কমর: ২) অর্থাৎ (আরবদের ধ্বংসের সময় সমাগত এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই কারণেই হুযুর (সা.) বলেছেন, আমি এবং কিয়ামত এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে যেভাবে এই দু'টি (মধ্যমা ও তর্জনী) আঙুল। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক) অনুরূপভাবে কোনও উন্নত জাতির পতন কিম্বা বিজিত জাতির অকস্মাৎ উন্নতি ও উত্থানও কিয়ামতের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অর্থাৎ মহম্মদী মসীহর আবির্ভাবের চল্লিশ বছর পর কিয়ামত আসার উল্লেখ যে হাদীসে রয়েছে তার অর্থ এই যে বিগত এক হাজার বছরে, বিশেষ করে মসীহ মওউদ এর আবির্ভাবের পূর্বে ইসলামের জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, এতটাই যে, আঁ হযরত (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল।

অর্থাৎ অচিরেই তোমাদের জন্য এমন যুগ আসবে যখন ইসলামের কেবল মাত্র নাম অবশিষ্ট থাকবে আর কুরআন করীমের কেবল শব্দগুলির অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যত নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু হিদায়াতশূন্য হবে। সেই যুগের উলেমারা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে। কেননা তাদের মধ্য থেকে ফিতনার উৎপত্তি হবে আর তাদের মাঝেই ফিরে যাবে। (শেয়বুল ঈমান লিল বাইহাকি, হাদীস-১৮৫৮)

মুসলমানদের বড় বড় উলেমা ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল আর ইসলামের উপর প্রত্যেক ধর্মের পক্ষ থেকে প্রবল আক্রমণ করা হচ্ছিল আর সেই সব আক্রমণ প্রতিহত করতে কেউই এগিয়ে আসছিল না। হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে কদর্য ও ক্লেদাক্ত ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছিল। সেই যুগে ঠিক আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর একনিষ্ঠ দাস মহম্মদী মসীহর আবির্ভাব হল আর তিনি এসে ইসলামের উপর হওয়া প্রতিটি আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিয়েছেন এবং ইসলামের প্রত্যেকটি শত্রুকে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতে হয়েছে। আর এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে আরও একবার পূর্ণ বৈভবে ও স্বমহিমায় আবির্ভূত করলেন এবং অন্যান্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেখালেন।

অতএব এই ছিল সেই কিয়ামত যা মহম্মদী মসীহ (আ.) এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হওয়া নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলাম বিরোধীদের জন্য প্রকাশ পেয়েছে। যার পরিণামে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.- এর নাম এবং তাঁর আনীত প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছেছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজও এই আধ্যাত্মিক জিহাদের ক্ষেত্রে উন্নতির শিখর স্পর্শ করছে। আর বিরুদ্ধবাদীদের পায়ের নীচের মাটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সত্য ও হিদায়াতের পথ চেনার এবং তা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আর সতত আপনাকে তাঁর কৃপায় ধন্য করুন। আমীন।

(জাহির আহমদ খান,মুরুব্বী সিলসিলা,ইনচার্জ রিকার্ড বিভাগ, লন্ডন)

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

০৭ আগস্ট, ২০২১ যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহ্দীতেজলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর বক্তৃতা

বছর জুড়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যে কাজ হয়ে থাকে তা আজকের দিনে উল্লেখ করা হয়। সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক রিপোর্ট আছে। এর মধ্য থেকে আমি কিছু রিপোর্ট উপস্থাপন করব বা কিছু তথ্য-উপাত্ত বলব।নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা

এবছর সারা বিশ্বে পাকিস্তান ছাড়া সারাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৪০৩টি। নতুন জামা'ত ছাড়া ৮২৯ জায়গায় প্রথমবারের মত জামা'তের চারাগাছ রোপিত হয়েছে তথা প্রথমবার কোন না কোন ব্যক্তি জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাইজেরিয়া নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠায় ১ম স্থান অধিকার করেছে। গত বছরে সেখানে ৮৯টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর যথাক্রমে কঙ্গো কুনশাসা, সিয়েরালিওন, গ্যাম্বিয়া, ঘানা, লাইবেরিয়া ইত্যাদি। এছাড়া ইউরোপের কিছু দেশও রয়েছে।নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠার ঘটনা লিখতে গিয়ে সাউথ ওমের মোবাল্লেগ ইনচার্য সাহেব লেখেন, সাউথ ওম দেশটি তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। সাউথ ওম এবং প্রিন্সেফ দ্বীপে পূর্বেই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মসজিদও নির্মিত আছে। এ বছর তৃতীয় দ্বীপেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সূচনা হয়েছে। সেখানে আমাদের স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব গিয়েছিলেন এবং তবলীগ করেন। এরপর মুরব্বী সিলসিলাহ্ সেখানে যাওয়ার পর সেখানের লোকদের সাথে সাক্ষাত করেন, তারা পূর্বেই আহমদীয়াতের বাণী সম্বন্ধে অবগত ছিল। তবলীগ শোনার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ১০জন ব্যক্তিকে খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। এটি ছোট একটি দ্বীপ। শতের কম লোক সেখানে বসবাস করে। সব মিলিয়ে দ্বীপের ব্যাপ্তি দুই থেকে তিন বর্গকিলোমিটার হবে। যাহোক এ দ্বীপেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

তানযানিয়ার মুরব্বী সাহেব লেখেন, এই জেলার একটি গ্রামে আমাদের তিনজন মোয়াল্লেম সাহেব তবলীগের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তবলীগী প্রোগ্রাম হয় এবং লোকেরা জামা'তের সংবাদ মনোযোগের সাথে শোনে এবং ৬০জন সদস্য বয়আত করে আহমদী হয়ে যান। তখন স্থানীয় ইমাম ফোন করে বলে, আপনাদের মোয়াল্লেম এখানে এসেছে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা করছে। আমার লোকেরা তার সাথে যোগ দিচ্ছে। আপনাদের মোবাল্লেগকে পুনরায় প্রেরণ করুন যেন আমরা বসে কথা বলতে পারি আর তাদেরকে বলে দিবেন, তারা যেন তবলীগ না করে। তার ফোন করা অবস্থায় মোয়াল্লেম সাহেব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। সে বলে, মোয়াল্লেম সাহেব এসে গেছেন একথা বলে ফোন রেখে দেয় আর মোয়াল্লেম সাহেবের সাথে বিতর্ক শুরু করে দেয় আর বলে, আপনি আমার লোকদেরকে টেনে নিচ্ছেন, আপনি ভাল কাজ করছেন না। এ লোকদের সাথে তার রুটি রোযগারের প্রশ্ন আছে তাই সে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল। যাহোক, আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব তাকেও তবলীগ করা শুরু করে দেন। স্থানীয় ইমামের মোখালেফাত দেখে স্থানীয়রা সেখানে জড়ো হয়ে যায়। এর ফলাফল যা দাঁড়াল, স্থানীয় ইমামের বিতণ্ডার কারণে যারা সেখানে জড়ো হয়েছিল তাদের মাঝে আরও ৩০জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সেই সুন্নি ইমাম মসজিদে সেভাবেই বসে থাকে আর তার কাছে কেবল দু'একজন লোক থেকে যায়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে ৯০জন সদস্য সম্বলিত এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা চাঁদার ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

গিনি কোনাকরিতেও একটি গ্রাম আছে যেখানে আমাদের তবলীগী প্রতিনিধিদল যায়। তাদেরকে ইসলামিক লীগের লোকেরা খুব হুমকিধামকি দেয় যে, আহমদীরা কাফের এবং ইসলামের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্ক নেই- নাউযুবিল্লাহ। তাদের কোন কথা তোমরা শুনবে না। কিন্তু তাদেরকে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী শোনানো হল আর উম্মতে মুসলিমার মাঝে আগমনকারী ইমাম মাহ্দীর বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে বলা হল, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, আমরা আমাদের বুযুর্গদের কাছ থেকে শেষ যুগে মুসলিম উম্মাহ্র পথভ্রষ্টতা এবং একজন সংস্কারকের আগমনের বিষয়ে শুনতাম। আপনাদের কথা আমাদের ভাল লেগেছে। অতএব ইমামসহ সমস্ত গ্রামের লোক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং সেখানে নিয়মিত নেযামে জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও সেখানে আশপাশের লোকেরা তাদেরকে হুমকিধামকি দিয়েছে তথা সেইসব ইসলামিক লীগ আরব মুসলমানরা। কিন্তু তারা বলে, আহমদীয়াত কবুল করে আমাদের যে ঈমান লাভ হয়েছে আর এখন আমাদের ইবাদাতে আমরা যে স্বাদ লাভ করছি, তা ইতিপূর্বে ছিল না। আমরা এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী মুসলমান আর সদা আহমদীই থাকবো। তোমাদের যা করার আছে কর, আমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করব না। অনেক ইমামও পুণ্যাত্মার অধিকারী হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তাদের বক্ষ উন্মুক্তও করে দেন। তাই তারা আহমদীয়াতের বাণী শোনে, বোঝে এবং আহমদীয়াতে প্রবেশ করে।

অগণিত ঘটনার মাঝে এখানে এই কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং জামা'তের হস্তগত মসজিদসমূহএবছর জামা'তের যেসব নতুন মসজিদ বানানোর সৌভাগ্য হয়েছে তার মোট সংখ্যা ১৩৫টি। ৭৬টি পূর্বনির্মিত মসজিদ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

অতএব সর্বমোট ২১১টি মসজিদ গতবছর যুক্ত হয়েছে। আফ্রিকার ঘানায় সবচেয়ে বেশি মসজিদ নির্মিত হয়েছে তথা ৩১টি। এরপর যথাক্রমে সিয়েরালিওন, বেনিন, তানযানিয়া এভাবে আরও কিছু দেশ এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। প্রিন্সেফ দ্বীপে জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ। সাউথ ওমের বিষয়ে পূর্বেই বলেছি যে, তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এবছর প্রিন্সেফের গ্রাম পোর্তরেয়ালে জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এক খ্রিষ্টান বন্ধু মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। তিনি বলেন, আমাদের এই উপদ্বীপে পূর্বে কোন মুসলমান বাস করত না। মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে বলা হয়, ইসলাম খুব খারাপ ধর্ম। কিন্তু যখন থেকে আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত আমাদের এই উপদ্বীপে এসেছে তখন আমরা বুঝতে পেরেছি, ইসলাম খুব ভাল ধর্ম এবং শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আমরা সবাই এখানে মিলেমিশে বসবাস করব। এভাবে আরও অনেকে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

বেলিজ জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'মসজিদে নূর' নির্মিত হয়েছে। প্রায় ২ একর জায়গার ওপর এ মসজিদ নির্মিত। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়। ২২০ জন লোক একত্রে এ মসজিদে নামায আদায় করতে পারে। মসজিদটির নির্মাণশৈলী খুবই চিত্তাকর্ষক। মিশনারী অফিস আছে, মিশন হাউজও আছে, এছাড়া লাইব্রেরীও আছে এবং অতিথিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা আছে। বেলিজ শহর থেকে দুটি মহাসড়ক বেরিয়েছে যার একটি দিয়ে মেক্সিকো যাওয়া যায় আর অপরটি দিয়ে গোয়েতামালা- যেটি দক্ষিণ বেলিজমুখী। মসজিদে নূর গোয়েতামালাগামী মহাসড়কের পাশে নির্মিত এবং সিটি সেন্টার থেকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। যদি গোয়েতামালা থেকে বেলিজ শহরে যাওয়া হয় তাহলে প্রথম যে গোলচক্কর পড়ে তার এক কিলোমিটার দূরে মসজিদেনূর অবস্থিত এবং সেই গোলচক্করে জামা'তের সাইনবোর্ড টাঙানো আছে আর সেখান থেকে মসজিদও দেখা যায়।

মিশন হাউজ ও তবলীগ সেন্টার প্রতিষ্ঠা

এবছর ১২৩টি নতুন মিশন হাউজ সংযুক্ত হয়েছে। এদিক দিয়ে প্রথমে ঘানা, এরপর নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন আর এভাবে অনেক আফ্রিকান দেশ রয়েছে। ইউরোপের দেশও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত এমনকি রাশিয়াও অন্তর্ভুক্ত।হুযূর (আই.) বলেন, মেসিডোনিয়ান সিটিতে বাইতুল আহাদ নামে প্রথম আহমদীয়া মিশন হাউজ তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। কাদিয়ান থেকে একটি ইট আনানো হয়েছিল যা দিয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় এবং আমি সেখানে দোয়া করেছিলাম। এটি ৩তলা ভবন যেখানে একটি নামায ঘর, অযুখানা, স্টোর রুম, রান্নাঘর এবং আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় মসজিদ যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় তলায় মুরুব্বীর কোয়ার্টার এবং বিভিন্ন অফিস আছে। এটি অনেক সুন্দর একটি ভবন।রাকীম প্রেসরাকীম প্রেসের মাধ্যমে অনেক বইপুস্তক ছাপানোর কাজ চলছে। বিশেষত, আফ্রিকার দেশগুলোতে বিভিন্ন বইপুস্তক ছাপিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফার্ণহাম-এ অবস্থিত এই প্রেসের মাধ্যমে গেল বছর ৩ লাখ ১৫ হাজার পুস্তক ছাপা হয়েছে। এছাড়া এ সংখ্যার বাইরে বিভিন্ন লিফলেট ও প্যাম্ফলেটও ছাপা হয়েছে।

ওকালাতে তাসনীফ

ইটালিয়ান ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রিভিশন চলছে। ইটালিয়ান আহমদীয়া জামা'ত এজন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদের কাজ হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ৪টি বই ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। ২৩ খণ্ডের রূহানী খাযায়েন অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রিন্ট করা হয়েছে। স্বল্পমূল্যে খুব চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে এটি। আপনারা এখান থেকে এগুলো

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

সংগ্রহ করতে পারেন। মলফুযাত ৩য় খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে।হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার বিষয়ে অনেক ঘটনা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মোবাল্লেগ লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়াতে এক যুবক 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক নিয়ে পড়েছে। সে বলে, এটি অসাধারণ একটি বই। নৈতিকতা সম্বন্ধে এখানে এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা আমাকে এককথায় বিমোহিত করেছে। সে একদিনে এটি পড়ে শেষ করে ফেলেছে কিন্তু তারপরও কিছু বিষয় তার এত ভাল লেগেছে যে, আবার এটি পড়ছে। সে বলেছে, এই বইটি আমাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুস্তক অনুবাদ হচ্ছে। এ বছর ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ্।

ওসমান চীনি সাহেবের জীবনীর আলোকে একটি পুস্তক ছাপানো হয়েছে।ওকালাতে ইশায়াতসর্বমোট ৯২টি দেশের রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮৪টি বইপুস্তক এবং প্যাম্ফলেট মোট ৩৯টি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ ৮৮ হাজার। এর মাঝে আরবী, বাংলা, জার্মান, ইন্দোনেশিয়ান, বসনিয়ান, লুথেনিয়ান, সোহেলীসহ অনেক ভাষা অন্তর্ভুক্ত। ওকালাতে ইশায়াত তারসীলএ বিভাগের মূল কাজ হল, বিভিন্ন দেশে বইপুস্তক প্রেরণ করা। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে যেসব পুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে তার সংখ্যা ৭৫,৭৪৫টি। এছাড়া আরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তারা পাঠিয়েছে। সর্বমোট ৯০টি দেশে ৫৯১টি লাইব্রেরী এবং আঞ্চলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে লণ্ডন ও কাদিয়ান থেকে বই প্রেরণ করা হয়েছে। আর কাদিয়ান থেকেও অনেক বইপুস্তক ছাপানো হয়েছে।

প্রদর্শনী, বুকস্টল এবং বইমেলা

রিপোর্ট অনুযায়ী, ১১৭০টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় যেখানে পৌনে দুই লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করে। সারাবিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ২৭৪৭টি বইমেলা কিংবা বুকস্টলে অংশগ্রহণ করে।ভারতের একটি ঐতিহ্যবাহী বইমেলা যেখানে একজন নেপালী যিনি ইসলাম ধর্মকে একটি অসার ধর্ম বলে মনে করতেন। তিনি বইমেলায় এসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তাতে তার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং তিনি বলেন, ইসলাম ধর্ম সত্যিই একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আর এই সত্যিকার শিক্ষা অন্যদের মাঝেও প্রচার করা প্রয়োজন যাতে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই ইসলামের এই অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষামালা প্রচার করে আসছে।লিফলেট বিতরণ১০৩টি দেশে সর্বমোট ৬৯ লক্ষ ৮০ হাজার লিফলেট বিলি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। জার্মানি এক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরপর যথাক্রমে ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি।

তানজানিয়ার একজন মুরব্বী সাহেব লিখেন, সেখানকার একটি গ্রামে অনেক বিরুদ্ধবাদী ছিল যার ফলে সেখানে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানো কঠিন ছিল। আমরা সেখানে যাই এবং জামা'তের নতুন লিফলেট প্রচার করি। পরের দিন সেখানকার এক ব্যক্তি আমাদেরকে তাদের গ্রামে আসার আহ্বান জানান এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান। সুতরাং আমরা সেখানে যাই আর তবলীগ করি যার ফলোশ্রুতিতে ৫ জন আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যেখানে আমরা তবলীগ করা কঠিন মনে করতাম সেখানেই লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ৫ জনের বয়আত পাই।

সেন্ট্রাল ডেস্কসমূহ

আরবী ডেস্ক-ছোট বড় ১৩টি বই প্রিন্টের জন্য পাঠিয়েছে। ১৬৬টি লিফলেট তারা প্রস্তুত করেছে। রূহানী খাযায়েনের ২১ ও ২৩তম খণ্ড, বারাহীনে আহমদীয়া-৫ম খণ্ড, চশমায়ে মারেফাত, পয়গামে সুলহ, তফসীরে কবীর-১ম খণ্ড, তকদীরে ইলাহী, ইরফানে ইলাহী, বারাকাতে খিলাফত ইত্যাদি ছাপানো হচ্ছে।

রাশিয়ান ডেস্ক-বিগত ১১ বছর যাবত রাশিয়ান ডেস্ক-এর মাধ্যমে রাশিয়ান ভাষায় জুমুআর খুতবা অনুবাদ হচ্ছে। তারা এগুলো অনুবাদ করে আল ফযলে ছাপানোর জন্যও পাঠিয়ে থাকে। এছাড়া আরও প্রবন্ধ ছাপিয়ে রাশিয়াতে সরবরাহ করে থাকে।

ফ্রেঞ্চ ডেস্ক

তারাও জুমুআর খুতবা অনুবাদ করে থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য প্রবন্ধও অনুবাদ করে। এছাড়া ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজেও তারা সহযোগিতা করছে।

বাংলা ডেস্ক

MTA-তে ৪১ ঘণ্টা বাংলা লাইভ প্রোগ্রাম 'সত্যের সন্ধানে' সম্প্রচার করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় ৭৮টি বয়আত লাভ হয়েছে। এমনিভাবে জুমুআর খুতবার অনুবাদও তারা করে থাকে এবং বিভিন্ন লিটারেচার অনুবাদেও তারা সাহায্য করছে।

চীনি ডেস্ক

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পুস্তক 'ইসলাম আওর আসরে হাযের কে মাসায়েল'-এর অনুবাদ চীনা ভাষায় করিয়েছে। হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.)-এর 'হামারা খোদা' পুস্তকের অনুবাদও তারা করেছে। খলীফা সানী (রা.)-এর 'সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)' পুস্তকের অনুবাদ শেষের দিকে। ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই তা ছাপা হবে।

ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক

মলফুযাত-১ম খণ্ড তারা অনুবাদ করেছে। জুমুআর খুতবা ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধের অনুবাদও তারা করে থাকে।

টার্কিশ ডেস্ক

পয়গামে সুলহ, সিতারায়ে কায়সারিয়া, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রিভিউ মুবাহেসা বাটলভী অওর চাকড়ালোভী, তোহফায়ে কায়সারিয়া ইত্যাদি পুস্তক তারা অনুবাদ করেছে। একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পুস্তক ইসলাম মে ইখতেলাফাত কা আগায, হাকীকাতুর রুইয়া, তাকদীরে ইলাহী, মালায়েকাতুল্লাহ প্রভৃতি অনুবাদ করেছে এবং প্রকাশও হয়েছে।

সোহায়লী ডেস্ক

MTA আফ্রিকার সমস্ত প্রোগ্রাম সোহায়লী ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এছাড়া সোহায়লী ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ রেকর্ড করার কাজ চলছে। অন্যান্য প্রবন্ধও অনুবাদ করছে।

স্প্যানিশ ডেস্ক

তারা জুমুআর খুতবার পাশাপাশি অন্যান্য প্রবন্ধও অনুবাদ করছে। এছাড়া বিভিন্ন বইপুস্তক অনুবাদ করছে যার কিছু দ্বিতীয়বার প্রুফ চলছে। এবছর ইনশাআল্লাহ্ প্রকাশিত হবে। সেগুলোর মধ্যে আছে মায়ারুল মাযহাব, তোহফায়ে কায়সারিয়া, সাচ্চাঈ কা ইযহার, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া প্রভৃতি।প্রেস ও মিডিয়াআল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা খুবই ভাল কাজ করেছে। প্রেস ও মিডিয়া অফিস ১০২টি খবর ও আর্টিকেল ছেপেছে। খুবই সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, ২ কোটির অধিক লোকের কাছে তাদের এই সংবাদ পৌঁছেছে। এছাড়া টেলিভিশনের মাধ্যমেও তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখিয়েছে এবং বহু সাংবাদিকের সাথেও এবছর সাক্ষাত হয়েছে।আল ইসলাম ওয়েবসাইট (alislam.org)আল ইসলাম ওয়েবসাইট কুরআন বিষয়ক নতুন সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেছে।

(১ম পাতার পর....) তা'লার পরিপূণ সান্নিধ্য লাভ করতে উভয়ই আবশ্যক, অর্থাৎ মুত্তাকি এবং মুহসিন, দুটিই।

এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মুত্তাকির অর্থ এমন ব্যক্তি নয় যে জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ **বিমুখ থাকবে। কুরআন করীমে এমন ব্যক্তির নাম অজ্ঞ রাখা হয়েছে। মুত্তাকি সেই ব্যক্তি যে প্রতিটি কাজে খোদাভীতিকে সামনে রাখে। যে কোনও কাজ করে না, তার মাঝে কিভাবে ভীতি সৃষ্টি হতে পারে? মুত্তাকি শব্দই বলে দিচ্ছে যে, সে বিপদে নিপতিত হয় কিন্তু খোদা তা'লা তাকে রক্ষা করেন। অতএব, মুত্তাকি সেই ব্যক্তি যে জাগতিক কাজ করে, কিন্তু তার মন্দ প্রভাবসমূহ থেকে সুরক্ষিত থাকে।**

মুহসিন সম্পকেও স্মরণ রাখা উচিত যে, এর অর্থাৎ অপচয়কারী নয়। আঁ হযরত (সা.) বলেন: তোমরা যদি নিজ উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যাও তবে তারা লোকের সামনে হাত পাতা থেকে এটা বেশি ভাল।

মুহসিনের এও অর্থ যে, এমন কাজ সম্পাদনকারী যার দ্বারা পৃথিবীতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। যে নিজের সংসারকেই ধ্বংস করেছে সে সৌন্দর্য কিভাবে সৃষ্টি করবে? অতএব, মুহসিন সেই ব্যক্তি যে নিজের পরিবার সুরক্ষিত রাখে আর জগতের সংবাদ নেয়। কিন্তু এর অর্থ এও নয় যে, নিজে আমোদ প্রমোদের ডুবে আছে কিন্তু যখন খরচ করার সুযোগ আসে তখন বলে যে তার কাছে কিছুই নেই।

অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তি মুহসিন যে কাজের পরিণাম শুভ। অতএব, যার সমন্বয়ে অশুভপরিণাম প্রকাশ পায়, সে নৈতিক হোক বা শিষ্টাচারপূর্ণ হোক, সে মুহসিন নয়।

এই আয়অতের ইহুদী ও নাসারাদেরর সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিণামও বলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই পরিণাম হল এই যে, আল্লাহ্ ত'লা মুসলমানদের সঙ্গ দিবেন। স্বভাবতই, যার সঙ্গে আল্লাহ্ আছেন তাকে হে হারাতে পারে?

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 24 Nov, 2022 Issue No. 47

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এক বিশেষ পরিবেশে কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের জন্য একত্রিত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়া নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার কৃপা রাজিকে আকর্ষণ করে।

আমাদের ইজতেমাগুলির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল খিলাফতের বরকতসমুহের আলোচনা করা এবং জামাতের সদস্যদের মনে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও বিশ্বস্ততাকে আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলা এবং গ্রোথিত করার চেষ্টা করা।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত-এর ৫২তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর বিশেষ বার্তা।

২১,২২, ও ২৩ অক্টোবর, ২০২২ শুক্র, শনি ও রবিবার কাদিয়ান দারুল আমান কাদিয়ানে অঙ্গসংগঠনগুলির জাতীয় সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। যেখানে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক ও তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ অধিবেশন ছাড়াও জ্ঞানমূলক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কোভিড ১৯ পর এবছর প্রথম সালানা ইজতেমা পূর্ণ সক্ষমতাসহকারে অনুষ্ঠিত হল। ইজতেমায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে জামাতের বহু সদস্য অংশগ্রহন করেছেন আর কাদিয়ানে এক বিরাট সমারোহ তৈরী হয়েছিল। আল হামদোলিল্লাহ। এই উপলক্ষ্যে খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.) যে বার্তা প্রেরণ করেছেন তা উপস্থাপন করা হল।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ھو الناصر

اسلام آباد، یو.کے

MA 22-8-2022

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত-এর প্রিয় সদস্যগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত তাদের বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরনের অনুরোধ করা হয়েছে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়োজনকে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর খুদ্দাম ও আতাফালদের উপর এর শুভ পরিণাম প্রকাশ পাক। আমীন।

স্মরণ থাকে যে, এক বিশেষ পরিবেশে কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের জন্য একত্রিত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়া নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার কৃপা রাজিকে আকর্ষণ করে। এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যে সব পুণ্যের কথা শুনবে তার উপর যেন আমলও করে। পুণ্য এবং তাকওয়াকে নিজেদের বসন হিসেবে ধারণ করুন। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিন আর খিলাফতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার বার জামাতকে তাকওয়ার শিক্ষা দান করেছেন। তিনি আমাদেরকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকওয়ার পথে চলার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তাকওয়াই প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের সারমর্ম। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর একটি ইলহামের কথা উল্লেখ করে বলেন-

"অনেকবার খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছে, তেমরা মুত্তাকি হও আর তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে পরিচালিত হও। তবেই খোদা খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।" তিনি বলেন, "এই ইলহাম লাভের পর আমার ব্যাথাতুর হৃদয় এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয় যে আমি কি করি যে যাতে আমার জামাত সত্যিকার তাকাওয়া ও পবিত্রতা অবলম্বন করে।" তিনি বলেন, "আমি এত বেশি দোয়া করি যে, দোয়া করতে করতে আমার উপর দুর্বলতা ছেয়ে যায়, অনেক সময় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলি, এমনকি প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়।" তিনি বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও জামাত খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকি বলে গণ্য না হয, খোদা তা'লার সাহায্য লাভ করতে পারে না।" তিনি আরও বলেন, "তওরেত ও ইঞ্জিলসহ প্রত্যেক ধর্মীয় গ্রন্থের সারাংশই হল তাকওয়া। কুরআন করীমে একটি শব্দেই (অর্থাৎ তাকওয়া শব্দে) খোদা তা'লার মহান অভিপ্রায় এবং সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।" তিনি আরও বলেন, "আমি এও চিন্তা করি যে, আমার জামাত থেকে সত্যিকার মুত্তাকি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী, আল্লাহ্‌র জন্য জগতবিমুখ ব্যক্তিদের পৃথক করে তাদের দায়িত্বে কিছু ধর্মীয় কাজ সোপর্দ করি আর যারা জগতের ভোগবিলাসিতায় নিমজ্জিত এবং রাতদিন এই নিষ্প্রাণ জগত মোহে নিজেদের সর্বস্ব ক্ষয় করে ফেলছে, আমি যেন তাদের জন্য বিন্দু মাত্র পরোয়া না করি।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৩)

অতএব, স্মরণ থাকে যে, আমার জামাতের প্রত্যেক সদস্য যেন তাকওয়ার উপর পরিচালিত হয়। তারা যেন কেবল জগতের ভোগবিলাসেই সর্বক্ষণ ডুবে না থাকে।

একথাও যেন স্মরণ থাকে যে, আমাদের ইজতেমাগুলির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল খিলাফতের বরকতসমূহের আলোচনা করা এবং জামাতের সদস্যদের মনে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও বিশ্বস্ততাকে আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলা এবং গ্রোথিত করার চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে খিলাফত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি মহান পুরস্কার যা শেষ যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রিয় জামাতকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌র এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন,

"খুব ভালভাবে স্মরণ রেখো, তোমাদের উন্নতি খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর যেদিন তোমরা এটিকে অনুধাবন করবে না আর প্রতিষ্ঠিত রাখবে না, সেই দিনটিই তোমাদের ধ্বংস ও পতনের দিন হবে। কিন্তু যদি তোমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে থাক আর খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তবে সমগ্র জগত মিলেও তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চাইলেও ধ্বংস করতে পারবে না।"

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এই ইজতেমা থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। আর আপাদের মধ্যে প্রত্যেকে এই ইজতেমার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত বরকতরাজিকে কুক্ষিগত করা করা তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন প্রত্যেক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই সব দোয়ার উত্তরাধিকারী হই যা তিনি এমন বরকতমণ্ডিত সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের জন এবং জামাতের সদস্যদের জন্য করেছেন। আমীন।

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir